মুত্তাকী   আফিস কপী   55—1—

Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

ইসলামী রাষ্ট্র (২)	....	১ পৃষ্ঠা
ঈদুল্-আজ্হা	....	১ "
বিশ্বমানবের একতার আদর্শ সংস্থাপক নবী		২ "
মুত্তাকী	....	৩—৬ "
মোসলেহ মাউদ	....	৭—৮ "
জমাতে আহমদিয়া মিটিবার নয়	....	৮—৯ "
বয়ানুল-কুরআন	....	১০-১১ "
বিভিন্ন স্থানে নবী দিবস উদযাপিত	....	১৩ "
কিশ্তিয়ে-নূহ হইতে	....	১৪-১৫ "
আথবার-আহমদীয়া	....	১৬ "

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

জুন-জুলাই, '৫৫ ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬২

নব পর্য্যায়—৯ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, June-July, '55 | ৩—৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ইসলামী রাষ্ট্র (২)

প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে 'আহমদীয়' কোন সংস্রব নাই ; রাষ্ট্রক্ষমতা দখল প্রয়াসী দল বিশেষের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণা না করে যতটুকু রাজনীতি চর্চ্চা করা যায়, ইসলামের আলোকে তাহার আলোচনা করাই আমাদের এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পরিধি। গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধের ভূমিকারূপে কয়েকটি কথা বলেছি। এই সংখ্যায় আর একটি কথা বলব।

রসুলুল্লাহ ছঃ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করেন। একাধারে তিনি ছিলেন ধর্ম্মনেতা, সমাজ-নেতা এবং রাষ্ট্র প্রধান। তাঁর তিরোধানের পর যথাক্রমে হজরত আবু-বকর, উমর, উষমান ও আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইসলামের পরিভাষায় ইহাদিগকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়। এর পরে আরম্ভ হয়—'জোর যার, মুল্লুক তার'।

এই বুনিয়াদের উপরে আমাদিগকে স্থির করতে হবে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে কতটা ক্ষমতা দিতে হবে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ হোতে যাচ্ছে এবং তর্ক উঠেছে, আমাদের রাষ্ট্রপ্রধা..ক আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব দিতে হবে অথবা ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় অতি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে আসল কর্ত্তৃত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে দিতে হবে।

রসুলুল্লাহকে আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন—"শাবেরহুম ফিল-আমরে ; ফাইজা আজামতা ফাতওয়াক্কাল আলাল্লাহে ; ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কেলীন—তাদের সঙ্গে যাবতীয় ব্যাপারে (বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে) পরামর্শ কর ; তার পর যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তখন ভরসা কর আল্লার উপরে। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর উপরে ভরসা করে" (৩ : ১৫৭)।

এই আয়াত হইতে স্পষ্ট দেখা যায় ; সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার এবং তদনুযায়ী কাজ করবার ভার রসুলুল্লার উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল ; তাঁর মন্ত্রীদের উপরে নয়। আমাদের শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা হবে কিনা তাহাই বিচার্য্য।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতের 'ফিল-আমরে' শব্দের অর্থ 'সব ব্যাপারে' বা 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে' হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর সাথে সব ব্যাপারে পরামর্শ করাও রসুলুল্লার জন্য আবশ্যক ছিল না।

যারা একদিকে বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র চাই এবং অপর দিকে বলেন, রাষ্ট্রপ্রধানকে মন্ত্রীমণ্ডলীর আওতার মধ্যে রাখতে হবে, কোরআন করীমের এই আয়াতের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—

ঈদুল্-আজ্হা

[ছৈয়দ এজাজ আহমদ]

ঈদ একটি আরবী শব্দ। ইহার অর্থ এরূপ আনন্দের অনুষ্ঠান যাহা বার বার আসে। ইসলামে তিনটি ঈদ বা আনন্দের উৎসব আছে। (ক) জুমা, যাহা সাত দিন পর আসিয়া থাকে। রসুলে করিম ছাঃ অন্যান্য ঈদ থেকে জুমাকেই বেশী ফজিলত দিয়েছেন। তবে প্রতি সপ্তাহে আসে বলিয়া লোকে ইহার তেমন কদর করে না।

(খ) ঈদুল ফেতের, যাহা প্রতি বৎসর রমজানের রোজার শেষে পালন করা হয়।

(গ) ঈদুল আজহা, যাহা জিলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখে পালন করা হয়। ইহার নাম 'ঈদুল আজহা' হবার কারণ এই যে ইহাতে মুসলমানগণ কুরবাণী করিয়া থাকেন।

"আজহা" একটি আরবী শব্দ ; ইহা "আজহাতুন" বা "আজহিয়াতুন" শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ কুরবাণীর জন্তু। এই দিনটিকে "ইয়াওমুন-নাহার"ও বলা হইয়া থাকে। ইয়াওমুন নাহারের অর্থ কুরবাণীর দিন। এই উভয় নামই রসুলুল্লাহ ছাঃ ব্যবহার করিয়াছেন।

ছহি হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় যে ইসলামের মধ্যে ঈদুল আজহা পর্ব্ব হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হয়। হজরতের ছাঃ জীবনে এই ঈদ নয় দশ বার আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি হজ্জ করিতে পারিয়াছিলেন মাত্র একবার, যাহাকে "হুজ্জতুল বেদা" বলা হয়। হিজরতের দশম বৎসরে তিনি এই হজ্জ করেন এবং ইহার মাত্র আড়াই মাস পরে ইহলীলা ত্যাগ করেন। (ফাত্হুল বারী)।

আজ হইতে প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আল্লার হুকুমে হজরত ইব্রাহীম আলায়হেচ্ছালাম দ্বারা হজ্জ ব্রত পালনের আসল সূচনা হয়। আল্লার আদেশ অনুযায়ী তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র হজরত ইছমাইলকে মক্কা নগরীতে আল্লার হাতে সপিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তখন মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ইহা ছিল হজরত ইব্রাহিম আঃএর একটি স্বপনের তাবির। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাহার একমাত্র পুত্র হজরত ইছমাইলকে তিনি কুরবাণী দিতেছেন। তদনুযায়ী সত্য সত্যই তিনি স্বীয় পুত্রকে কুরবাণী দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। নরবলির প্রথা তখনও জগতে প্রচলিত ছিল। ইহা রহিত করিয়া নরবলির পরিবর্ত্তে আল্লাহতা'লা তাঁহাকে জন্তুর কুরবাণীর নির্দ্দেশ দেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই কুরবাণী ছিল আল্লার পথে জীবন উৎসর্গ করার একটি নিদর্শন এবং এই হিসাবেই ইসলামের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানরূপে ইহা জগতে প্রচলিত আছে।

হজরত ইব্রাহিম আঃএর এই কুরবাণী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে আল্লার পথে যাহারা নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ আল্লার রাস্তায় লুটিয়ে দিয়ে থাকেন তাদের ত্যাগ কখনও বৃথা যায় না।

কুরবাণী আমাদের নিকট প্রতি বৎসর আসে এবং আমরাও সাধ্যানুযায়ী কুরবাণী করিয়া থাকি। প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা প্রয়োজন যে কুরবাণীর একটি আসল উদ্দেশ্য আছে। আমরা যদি সেই উদ্দেশ্য ঠিক মত তাহা পালন না করি, তবে আমরা যত দামী জন্তুই কুরবাণী করি না কেন তাহাতে একটি জন্তু হত্যা ছাড়া আর কিছু ফল হইবে না। আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন,—"লাইইয়ানালাহ লাহুমহা ওয়া দাদেমাওহা অ লাকেন ইয়ানালুহুৎ-তাকওয়া মিনকুম—অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবাণীর রক্ত বা মাংস কিছুই পৌছিবে না ; একমাত্র তোমাদের 'তাকওয়াই' তাঁহার নিকটে পৌছিবে" (সুরা হাজ্জ)।

খাঁটি দিল এবং খালেছ নিয়াত ও পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আল্লার রাস্তায় যদি কুরবাণী না করা হয়, তবে তাহার কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদিগকে খাঁটি নিয়াতে আল্লার উপর বিশ্বাস রাখিয়া এমনভাবে কুরবাণী করা উচিত যাহাতে আমাদের কুরবাণী আল্লার সমীপে গ্রহণযোগ্য হয় এবং আমরা আল্লার প্রিয় জনের মধ্যে গণ্য হইতে পারি।

—

বিশ্বমানবের একতার আদর্শ সংস্থাপক নবী

কথিত হয়, পৃথিবীতে এক লাখ চব্বিশ বা ছত্রিশ হাজার নবী এসেছেন। কোরআন করীমে দুই তিন ডজনের বেশী নবীর নামোল্লেখ হয় নাই। 'কাছাছুল-আম্বিয়া' গ্রন্থে মধ্য এশিয়ার শত খানেক নবীর বিবরণ আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অবশ্যই বহু নবী এসেছেন এবং বিভিন্ন ভাষায় তাহাদিগকে বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। কোরআন স্পষ্ট বলে,—"লিকুল্লে উম্মতিন রসুল—প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল আসিয়াছেন" (১০ : ৪৭); "লাকাদ আর্সালনা ফী কুল্লে উম্মতিন-রসুল—নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমরা রসুল পাঠাইয়াছি" (১৬ : ৩৬); "লিকুল্লে কওমিন হাদ—প্রত্যেক জাতির মধ্যে পথপ্রদর্শক আসিয়াছেন" (১৩ : ৭); "অ ইম্মিন উম্মতিন ইল্লা খালা ফীহা নজীর—এবং এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে সতর্ককারী আসেন নাই" (৩৫ : ২৪); "লাকাদ আরসালনা রোসোলাম-মিন কাবলুকা; মিনহুম মান কাছাছনা আলায়কা অ মিনহু মান লাম নাকছুছ আলায়কা—নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব্বে আমরা বহু রসুল পাঠাইয়াছি; তাহাদের মধ্যে কতকের বিবরণ তোমাকে জানাইয়াছি এবং কতকের বিবরণ তোমাকে জানাই নাই" (৪০ : ৭৮)।

আদি কাল হইতে অদ্যাবধি জগতের বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল নবী, রসুল বা অবতার এসেছেন, তাদের সকলের প্রতি সমানভাবে আস্থাবান হওয়া মুসলমান হওয়ার অপরিহার্য্য শর্ত। "লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম মির-রোসোলিহি—তাঁহার রসুলদের মধ্যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করি না।" মুসা, ঈসা, ইবরাহীম প্রভৃতি যে সব নবীর নাম কোরআন করীমে উল্লিখিত হয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানই তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান। এদের কাহারও বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে স্বভাবতই মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

কোরআন করীমে আল্লাহ মহম্মাদুর রসুলুল্লাহকে আদেশ দিয়াছিলেন—"বল, রসুলদের মধ্যে আমার অভিনবত্ব নাই; আমার বা তোমাদের পরিণাম কি হবে তাহা আমি জানি না। আল্লাহ আমাকে যাহা ইঙ্গিত করেছেন, আমি তাহা বৈ আর কিছুর অনুসরণ করি না; এবং স্পষ্ট ভাবায় সতর্ক করাই আমার কাজ" (৪৬ : ৯)।

আল্লার রসুলগণ একে অন্যের বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশ্বস্রষ্টা আল্লার বাণীবাহক এবং আবির্ভূত হয়েছিলেন একই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তবে তাঁহাদের কর্ম্মসূচীর মধ্যে ইতর বিশেষ দেখা যায় তাঁহাদের পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈষম্যের কারণে।

মুসা ও হারুণ ভ্রাতৃদ্বয় একই সময়ে ইসরাইল জাতির নবী ছিলেন। মুসা ছিলেন বিধান-দাতা নবী এবং হারুণ ছিলেন তাঁহার অধীন বা সহকারী নবী; কোরআনের ভাষায় তাঁহার 'উজির' (২০ : ২৯; ২৫ : ৩৫)। আলেমগণ মহম্মাদুর রসুলুল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; (ক) তশরীয়ী অর্থাৎ যারা নূতন ধর্ম্ম-বিধান দিয়েছেন; এবং (খ) গয়ের-তশরীয়ী অর্থাৎ যারা প্রচলিত বিধান সঠিক চালু রেখেছেন এবং আবশ্যক মত তার যুগোপযোগী সংস্কার করেছেন।

মহম্মাদুর রসুলুল্লার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানদাতা নবীগণ বিধান দিতেন জাতি বিশেষের জন্য। কারণ, মানব সমাজের তখনকার অবস্থায় বিশ্বমানবের একতামূলক আদর্শের সংস্থাপন সম্ভবপর ছিল না। যানবাহনের উন্নতির সহিত ইহা সম্ভব হইতে আরম্ভ হয়েছে মহম্মাদুর রসুলুল্লার সময় হইতে। কোরআন করীমে বিশ্বমানবের একতার আদর্শে সমগ্র মানব জাতির জন্য একই ধর্ম্মবিধান প্রচার করা হয়েছে এবং অতীত নবীদের শিক্ষার মধ্যে যাহা কিছু সনাতন ও বিশ্বজনীন ছিল, তাহার সমস্তই কোরআনে স্থান পেয়েছে। নবীদের মধ্যে ইহাই মহম্মাদুর রসুলুল্লার বৈশিষ্ট্য।

কোরআন সর্ব্বশেষ ঐশীগ্রন্থ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম্মবিধান। ইহা অবিকল রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অবিকল থাকিবে মনে করিবার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। সুতরাং এ কথা স্বীকার করা কঠিন নয় যে মহম্মাদুর রসুলুল্লাহ সর্ব্বশেষ বিধান-দাতা নবী; তাঁর পরে আর কোন বিধান-দাতা নবী আসিবেন না। তবে কোরআনের শিক্ষা সম্বন্ধে আলেমদের মতভেদ মীমাংসাকারী এবং নূতন যুগপরিস্থিতির অনুযায়ী কোরআনের নূতন ব্যাখ্যাদাতা ঐশীমহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইতে থাকিবেন। ইবনে মাজার হাদীসে আছে, প্রত্যেক এক শত বৎসরের মাথায় মুসলমানদের মধ্যে এই শ্রেণীর কোন না কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন। আলেমদের পরিভাষায় এই শ্রেণীর মহাপুরুষগণকে 'মুজাদ্দিদ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম বা মহম্মাদুর রসুলুল্লার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় অনেকে এমন সব কাঁচা কথা বলেন, যার ফলে ইসলামের সমূহ ক্ষতি হয়েছে।

কোরআন পরিপূর্ণ ঐশীবিধান কোরআনের যুগে; যখন সমস্ত মানব জাতিকে একই বিধানের অধীনে আনা আবশ্যক। কোরআনের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশীবিধান সমূহের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ বিধান ছিল স্ব স্ব যুগ ও জাতিগত পরিস্থিতির জন্য। 'তওরাত' সম্বন্ধে কোরআন করীমে স্পষ্ট বলা হয়েছে—"ছুম্মা আতায়না মুসালকিতাবা তামামান আলাল্লাজী আহসানা অ তফসীলা লিকুল্লে শাইয়েন অ হুদাও অ রহমাতান লাআল্লাহুম বিলিকায়ে রব্বিহিম ইউমিনুন—অতঃপর মুসাকে আমরা গ্রন্থ দিলাম; সৎকার্য্যপরায়ণদের জন্য পরিপূর্ণ এবং সব বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ সমন্বিত; এবং পথ প্রদর্শক ও মঙ্গলময়; যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আস্থাবান হইতে পারে" (৬ : ১৫৫)। প্রত্যেক ধর্ম্মেই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব ব্যাপারেই আবশ্যক বিধান আছে।

কোরআন করীমে মহম্মাদুর রসুলুল্লাহকে 'রহমতুন-লিল-আলামীন' অর্থাৎ 'বিশ্বের আশীষ' বলা হয়েছে। সত্য সত্যই তিনি বিশ্বের আশীষ। তবে এ কথা সত্য নয় যে জগৎ আর কোন মহাপুরুষের নিকটে আশীষ পায় নাই। রসুলুল্লাহকে আল্লাহ এই খেতাব দিয়েছেন তাঁহার অনুসরণকারীদিগকে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে। ইসলামের কল্যাণ জগৎ ইতিপূর্ব্বে যতটা পেয়েছে তাহাই শেষ নয়। অতীত মুসলমানগণ অবশ্যই জগতের বহু কল্যাণ করেছেন। তবে আমাদেরও এ বিষয়ে করবার অনেক কিছু রহিয়াছে। আমাদের দ্বারা জগৎ যদি উপকৃত না হয়, আমরা কোন্ মুখে রসুলুল্লাহকে 'বিশ্বের আশীষ' বলিতে পারি?

মুসলমান জাতির মধ্যে আর একটা ব্যাপক ভুল ধারণা রহিয়াছে 'খতম-নবুয়তের' ব্যাখ্যায়। প্রথম বা শেষ নবী হওয়ার মধ্যে গৌরব বা অগৌরবের কিছুই নাই। জ্ঞানে ও গুণে এবং জগদ্বাসীর কল্যাণ সাধনে যে নবীর উম্মত সবচেয়ে বড়, নবীদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বড়। 'খতম-নবুয়তের' তাৎপর্য্য শুধু ইহা নহে যে রসুলুল্লাহ শেষ ঐশীবিধানদাতা নবী; তাঁহার বিধান যারা মেনে চলবে, জ্ঞানে ও গুণে এবং জগতের কল্যাণ সাধনে তারা অতীত নবীদের উম্মত হ'তে শ্রেষ্ঠতর হবে, ইহাও খতম নবুয়তের অর্থের অন্তর্গত। মুসলমানদিগকে কোরআন করীমে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন,—"কুন্তুম খায়রা উম্মতিন উখরিজাত লিন্নাছে—তোমরা উৎকৃষ্টতম জাতি; তোমাদের উদ্ভব হয়েছে মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য" (৩ : ১০৯)। রসুলুল্লাহও বলেছেন—"উলামাও উম্মতি কাআম্বিয়াও বনি ইসরাইল—আমার উম্মতের জ্ঞানিগণ ইসরাইল জাতির নবীদের তুল্য"। এই হাদীসে উল্লিখিত 'উলামা' বা জ্ঞানিগণ বলতে মাদ্রাসা পাশ করা মৌলানা সাহেবানকে বুঝলে ভুল করা হবে। প্রচুর পরিমাণে আল্লার স্পষ্ট বাণী লাভ করা নবীদের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে আছে, তাঁরাই এই হাদীসে উল্লিখিত 'উলামা' পদ বাচ্য। মুসলমান জাতির মধ্যে গত চৌদ্দ শত বৎসরে এই শ্রেণীর বহু মনিষীর উদ্ভব হয়েছে। আমাদের যুগে আহমদীয়া আন্দোলনের স্থাপয়িতা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব এই শ্রেণীর একজন উম্মতি হইবার দাবী করেছেন। অবশ্যই তিনি এ দাবীও করেছেন যে তিনি যেরূপ প্রচুর ও স্পষ্ট ঐশীবাণী পেয়েছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলিম মনিষীদের মধ্যে ততটা প্রচুর ও স্পষ্ট ঐশীবাণী আর কেহই পান নাই। "ইহা আল্লার কৃপা; যাকে ইচ্ছা তিনি কৃপা করেন"। রসুলুল্লার গৌরব এই শ্রেণীর উম্মতির প্রাচুর্য্যের দ্বারাই সমধিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুত্তাকী

(১)

ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানদের দৈনিক আলাপ আলোচনায়, আলেমদের ওয়াজ নছিহতে এবং ইসলামের ধর্ম্মীয় সাহিত্যে 'মুত্তাকী' শব্দটির ব্যবহার খুব বেশী; এর চেয়ে বেশী ব্যবহৃত ধর্ম্মীয় শব্দ মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় আর নাই।

ইসলাম মানুষের সামনে যে নৈতিক ও আত্মিক আদর্শ ধরেছে, তাহা এক কথায় প্রকাশ করা হয় 'তাক্ওয়া' শব্দের দ্বারা। এই আদর্শকে যারা বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে যত্নবান থাকেন, তাদেরকে বলা হয় 'মুত্তাকী'। 'মুত্তাকী' বা তাক্ওয়াপরায়ণ হওয়ার জন্য এই শব্দটির সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা প্রথমেই আবশ্যক। শুধু আভিধানিক অর্থ জানলেই যথেষ্ট হবে না। কোরআন করীমে এই শব্দটি ব্যাপক পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পারিভাষিক অর্থ জানাই বেশী আবশ্যক। অন্যথা, নামাজ রোজা হজ জাকাত ইত্যাদি ইসলামের কোন অনুষ্ঠানই ফলপ্রদ হতে পারে না। বহু মুসলমান আছে, যারা নামাজও পড়ে, পাপ কাজও করে; রোজাও করে, অসংযমেরও পরাকাষ্ঠা দেখায়; জাকাতও দেয়, ছলে বলে কৌশলে পরের ধন আত্মসাৎও করে; বাজামায়াত নামাজ পড়ে, হজ করে, ঈদ বকরীদ পালন করে, অথচ আত্মকলহ ও গৃহবিবাদ করতে একটুও কসুর করে না। এর কারণ এই যে 'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তারা উদাসীন থাকে।

'মুত্তাকী' 'ইত্তাকা' ক্রিয়া পদ হইতে নিষ্পন্ন কর্তৃবাচক বিশেষ্য পদ এবং 'তাকওয়া' এই ক্রিয়া পদটি হইতে নিষ্পন্ন গুণবাচক বিশেষ্য পদ। 'ইত্তাকা' ক্রিয়া পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে আরবী 'অকা' ধাতু হইতে। 'অকা', 'ইত্তাকা', এতদুভয় ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ এবং এতদুভয় ক্রিয়া হইতে নিষ্পন্ন বিভিন্ন শব্দ কোরআন মুবীনের বহু আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুত্তাকী' ও 'তাকওয়া' শব্দের সঠিক ধাতুগত এবং পারিভাষিক অর্থ জানতে হলে এই সমুদায় আয়াতের প্রতি সামগ্রীক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। নিম্নে এই সমুদায় আয়াতের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

[এই তালিকায় কোলন (:) চিহ্নের বামে সুরার সংখ্যা এবং ডাইনে আয়াতের সংখ্যা]।

২ : ২, ২১, ২৪, ৪১, ৪৮, ৬৩, ৬৬, ৯০, ১০৩, ১২৩, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২০৩, ২০৬, ২১২, ২২৩, ২২৪, ২৩১, ২৩৩, ২৩৭, ২৪১, ২৭৮, ২৮১ ২৮২, ২৮৩

৩ : ১৪, ২৭, ৪৯, ৭৫, ১০১, ১১৪, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৭৮, ১৮৫ ১৯০, ১৯৭, ১৯৯

৪ : ১, ৯, ৭৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১

৫ : ২, ৪, ৭, ৮, ১১, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৫৭, ৬৫, ৮৮, ৯৩, ৯৬, ১০৮, ১১২

৬ : ৩২, ৫১, ৬৯, ১৫৪, ১৫৬

৭ : ২৬, ৩৫, ৬৩, ৯৩, ১২৮, ১৫৬, ১৬৪, ১৬৯, ২০১

৮ : ১, ২৫, ২৯, ৩৪, ৫৬, ৫৯

৯ : ৪, ৭, ৩৬, ৪৪, ১০৮, ১০৯, ১১৫, ১১৯, ১২৩

১০ : ৬, ৩১, ৬৩

১১ : ৪৯, ৭৮

১২ : ৫৭, ৯০, ১০৯

১৩ : ৩৪, ৩৫, ৩৭

১৫ : ৪৫, ৬৯

১৬ : ২, ৩০, ৩১, ৫২, ৮১, ১২৮

১৯ : ১৩, ১৮, ৬৩, ৭২, ৮৫, ৯৭

২০ : ১৩২

২১ : ৪৮

২২ : ১, ৩২, ৩৭

২৩ : ২৩, ৩২, ৫২

২৪ : ৩৪, ৫২

২৫ : ১৫, ৭৪

২৬ : ১১, ৯০, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩২, ১৪২. ১৪৪, ১৫০, ১৬১, ১৬৩ ১৭৭, ১৭৯, ১৮৪

২৭ : ৫৩

২৮ : ৮৩

৩৩ : ১, ৩২, ৩৭, ৫৫

৩৮ : ২৮, ৪৯

৩৯ : ১০, ১৬, ২০, ২৪, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৫৭, ৬১, ৭৩

৪০ : ৭, ৯, ২১, ৪৫

৪১ : ১৮

৪৩ : ৩৫, ৬৩, ৬৭

৪৪ : ৫১, ৫৬

৪৫ : ১৯

৪৭ : ১৫, ১৭

৪৮ : ২৬

৪৯ : ১, ৩, ১০, ১২, ১৩

৫০ : ৩১

৫১ : ১৫

৫২ : ১৭, ২৭

৫৩ : ৩২

৫৪ : ৫৪

৫৭ : ২৮

৫৮ : ৯

৫৯ : ৭, ৯, ১৮

৬০ : ১১

৬৪ : ১৬

৬৫ : ১, ২, ৪, ৫

৬৬ : ৬

৬৮ : ৩৪

৬৯ : ৪৮

৭১ : ৩

৭৩ : ১৭

৭৪ : ৫৬

৭৬ : ১১

৭৭ : ৪১

৭৮ : ৩১

৯১ : ৮

৯২ : ৫

৯৬ : ১২

(২)

কোরআন করীম সামনে রেখে 'মুত্তাকী' শব্দের অর্থ বুঝতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই কোরআন করীমের বর্ণনা প্রণালী সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

সম্যক না বুঝে বুঝেছি মনে করা বা সম্যক না চিনে চিনেছি বলার দুর্ব্বলতা স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যে ত দেখা যায়ই, পরিণত বয়সের লোকদের মধ্যেও এ দুর্ব্বলতা কিছু কম দেখা যায় না। মানুষের এই দুর্ব্বলতা যাতে কোরআনে বর্ণিত সত্য হৃদয়ঙ্গমের পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে কোরআন করীম একই সত্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্নভাবে বার বার উপস্থিত করেছে। আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—"লাকাদ ছররাফনা লিন্নাসে ফী হাজাল কোরআনে মিন কুল্লে মছলিন—লোকদের সুবিধার জন্য বার বার এই কোরআনে আমরা সব রকমের বর্ণনা দিয়েছি" (১৭ : ৮৯ ; ১৮ : ৫৪)।

কোরআন মানুষের সামনে যে আদর্শ ধরেছে, কতক লোক তাহা মেনে নিয়েছে, কতক লোক মানে নাই, কতক লোক তার খবরও রাখে না।

যারা মেনে নিয়েছে, তাদের মধ্যে কতক লোক সেই আদর্শ অনুযায়ী কাজ কোরে কম বেশী তার সুফল পেয়েছেন, এবং কতক লোক সেই আদর্শকে আংশিক পালন এবং আংশিক তার বিপরীত কাজ করার কারণে সুফল লাভে বঞ্চিত আছে।

এই আদর্শ যারা মানে নাই, তাদের মধ্যে কতক লোক এর প্রতিষ্ঠার পথে প্রত্যক্ষ বাধা সৃষ্টি করে, আর কতক লোক এর প্রতি উদাসীন থাকে।

কোরআন করীমে এই সব শ্রেণীর বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ধারণা, কাজ এবং কাজের ফলাফল অনুসারে তাদেরকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।

সুরা ফাতেহা সমগ্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত সার। এই সুরায় মানব জাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কোরে তার এক শ্রেণীকে নাম দেওয়া হয়েছে আল্লার 'আশীষমণ্ডিত' ('আনআমতা আলাইহিম'); আর এক শ্রেণীকে নাম দেওয়া হয়েছে আল্লার 'ক্রোধভাজন' ('মগজুব'); এবং তৃতীয় শ্রেণীকে নাম দেওয়া হয়েছে 'পথহারা' ('জাল্লীন')। এই শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে কে কি ফল অর্জন করেছে তার উপরে দৃষ্টি রেখে।

সুরা বকরের সূচনায় সুরা ফাতেহায় উল্লিখিত তিন শ্রেণীরই বর্ণনা করা হয়েছে অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য নামে। যারা 'আশীষমণ্ডিত' হোতে পারবে, সুরা বকরের সূচনায় তাদের নাম রাখা হয়েছে 'মুত্তাকী'; যারা আল্লার ক্রোধভাজন হবে, তাদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে 'কাফের' ('ইন্নাল্লাজীনা কাফারু'); এবং যারা পথহারা থেকে যাবে, তাদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে 'অন্তর্ব্যাধিগ্রস্ত' ('ফী কুলুবিহিম মারাজুন')।

অবশিষ্ট কোরআনে সুরা ফাতেহায় উল্লিখিত তিন শ্রেণীকে আরও বহু নামে অভিহিত করা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে।

'মুত্তাকী' শব্দের সঠিক অর্থ বুঝবার জন্য এই সব দৃষ্টিকোণ এবং আখ্যার প্রতিও সামগ্রীক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(৩)

'মুত্তাকী' শব্দের মোটামোটি অর্থ করা হয়—(১) পরহেজগার; যে ব্যক্তি যাবতীয় অন্যায় ও অনাচার হইতে দূরে থাকতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকে; (২) ধর্ম্মভীরু বা খোদা ভীরু; (৩) কর্ত্তব্যপরায়ণ;

(৪) সতর্ক ব্যক্তি ; দুই ধারে কাঁটাযুক্ত সরু পথে চলবার সময় মানুষ যেরূপ সাবধান হয়ে চলে, পাপ হতে বাঁচবার জন্য যারা তদ্রূপ সাবধান হয়ে চলেন।

এই সমুদায় অর্থই ঠিক, তবে এর কোনটার দ্বারাই 'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রকাশ পায় না।

'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থগত ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য দুইটি কথা সামনে রাখা যেতে পারে।

(১) সুরা ফাতেহায় আল্লার হুজুরে প্রার্থনা শিখান হয়েছে—"আমাদিগকে সরল পথ দেখাও ; তাদের পথ দেখাও যাদেরকে তুমি কল্যাণমণ্ডিত করেছ ; তাদের পথ নয়, যারা তোমার ক্রোধভাজন হয়েছে ; তাদের পথও নয় যারা পথহারা হয়েছে।" সুরা বকরের সূচনায় এই প্রার্থনার উত্তরে বলা হয়েছে —"এই গ্রন্থ পথ দেখাবে মুত্তাকীদিগকে"। অন্য কথায়, মুত্তাকী না হোলে কোরআন তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

(২) কোরআন করীমে তাকওয়া-পরায়ণ হওয়ার আদেশ শুধু জনসাধারণকেই দেওয়া হয় নাই ; স্বয়ং মহম্মদুর রসুলুল্লাকেও এই আদেশ দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ১)।

এই দুইটি কথা এক সঙ্গে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, 'মুত্তাকী' বলতে এক দিকে যেমন তাদেরকে বুঝায় যারা নৈতিকতা ও আত্মিকতার নিম্নতম সোপানে আরোহণ করেছে, অন্যদিকে তদ্রূপ নৈতিকতা ও আত্মিকতায় যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব তাকেও বুঝায়। অন্য কথায়, নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষের এমন কোন স্তর নাই যা 'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নহে।

'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থ এক দিকে যেমন নৈতিকতা ও আত্মিকতার নিম্নতম সীমা হইতে উচ্চতম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অপর দিকে তদ্রূপ ইহার অর্থগত গভীরতা মানব মনের নিভৃততম কন্দরস্পর্শী।

কোরআন করীমে এমন বহু আদেশ আছে, যার সাথে মুত্তাকী হওয়ার আদেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ চিন্তা করলে দেখা যায়, দুষ্ট প্রতিভাবান লোকদের পক্ষে যে সকল আদেশের প্রাণবস্তুকে (spirit) হত্যা কোরেও উহা পালন করেছি বোলে দাবী করা সম্ভব, অথবা দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা যেখানে সামান্য চেষ্টার পরেই হাল ছেড়ে দেয়, সেই সব আদেশের সাথে মুত্তাকী হওয়ার আদেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীর সমুদায় আয়াতে মুত্তাকী হওয়ার আদেশের সহজ অর্থ এই যে তোমরা বিবেকবিরুদ্ধ কাজ করিও না এবং যে সকল আদেশ কাজে পরিণত করতে চরম মনোবলের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক, সেখানে চরম মনোবল দেখাও। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।—

(ক) "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র। অতএব যখন ইচ্ছা তোমরা তোমাদের কৃষিক্ষেত্রে যাও এবং নিজেদের ভবিষ্যতের মঙ্গল ব্যবস্থা কর। 'অত্তাকুল্লাহ'—এবং জেনে রাখ আল্লার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। ঈমানদার ব্যক্তিদিগকে [illegible]

নিছক ইন্দ্রিয়-সেবার উদ্দেশ্যে স্ত্রীগমণ নৈতিকতার বিরোধী, এই কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বলা হয়েছে—'অত্তাকুল্লাহ'।

(খ) "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, ধনবৃদ্ধির লালসায় সুদ খাইও না ; 'অত্তাকুল্লাহ' যেন তোমরা সফল হতে পার" (৩ : ১২৯)।

বৎসরে শতকরা পাঁচ টাকা সুদ নেওয়াকে যারা হারাম মনে করে, অভাবগ্রস্তকে আষাঢ় মাসে দশ টাকা ধার দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বিশ টাকা মূল্যের ধান আদায়ের চুক্তি করতে তাদের অনেকেই দ্বিধা বোধ করে না। যে সব অনুষ্ঠানসর্ব্বস্ব মুসলমান সুদ না নিলেও দরিদ্রের রক্ত চুষে খেতে ইতস্তত করে না, তাদের বিবেকহীনতার প্রতিকারকল্পে সুদ হারাম করার আদেশের সাথে বলা হয়েছে—'অত্তাকুল্লাহ'।

(গ) "হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, ধৈর্য্যশীল ও অধ্যবসায়ী হও ; ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে পরস্পর প্রতিযোগীতা কর ; এবং সতর্ক থাক। 'অত্তকুল্লাহ' যেন তোমরা সফল হতে পার" (৩ : ১৯৯)।

মানসিক বল পরিপূর্ণমাত্রায় জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অত্তাকুল্লাহ'।

আরও বহু আয়াত উদ্ধৃত কোরে দেখান যেতে পারে যে কোরআন করীমের যেখানেই এমন কোন আদেশ দেওয়া হয়েছে যাহা মানব মনের নিভৃততম কোণে পৌছান আবশ্যক, সেখানেই সেই আদেশের সাথে মুত্তাকী হওয়ার আদেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

(৪)

'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বুঝবার সুবিধার জন্য এর ধাতুগত অর্থও জানা আবশ্যক। 'অকা' ইহার ধাতু। এই ধাতু এবং ইহার বিভিন্ন রূপ কোরআন করীমে অন্যূন তের বার ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

(১) "অকেহেম আজাবাল-জহীম—নরকের শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর" (৪০ : ৭) ; (২) "অকেহেমুস-সাইয়েয়াত, অ মান তাকেস-সাইয়েয়াতে ইয়াওমাইজিন ফাকাদ রাহেমতাহু—তাহাদিগকে যাবতীয় কুকাজ হইতে রক্ষা কর এবং সেই দিন যাকে তুমি কুকাজ হইতে রক্ষা কর, তাকে তুমি কৃপা করেছ" (৪০ : ৯) ; (৩) "ফাঅকাহুল্লাহু সাইয়েয়াতে মা মাকারু—তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তার কুফল হইতে আল্লাহ তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন" (৪০ : ৪৫) (৪) "অকাহুম আজাবাল-জাহীম— তিনি তাহাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে রক্ষা করিলেন" (৪৪ : ৫৬) ; (৪) ফাঅকানা আজাবাস-সমুম—উষ্ণ বায়ু প্রবাহের যাতনা হইতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিলেন" (৫২ : ২৭) ; (৬) "ফাঅকাহুল্লাহু শাররা জালেকাল ইয়াওমে—সেই দিনের অশুভ ফল হইতে আল্লাহ তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন" (৭৬ : ১১) ; (৭) "সারাবীলা তাকীকুমুল-হাররা ; সারাবীলা তাকীকুম বাআসাকুম—পরিধের যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে ; পরিধেয় যাহা যুদ্ধের সময়ে তোমাদিগকে রক্ষা করে" (১৬ : ৮১) (৮) কু আনফুসা কুম অ আহলেকুম নারাণ—তোমরা নিজ নিজকে এবং তোমাদের পরিজনকে নরকের আগুন হইতে বাঁচাও" (৬৬ : ৬) ; (৯) "অকেনা আজাবান্নার—আমাদিগকে নরকের শাস্তি হইতে বাঁচাও" (২ : ২০১ ; ৩০ : ১৫, ১৯০) ; (১০) "মান ইউকা শোহা নফসিহী—যাকে তার আত্মার সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা করা হয়" (৫৯ : ৯ ; ৬৪ : ১৬)।

এই সমুদায় আয়াতেই 'অকা' অর্থ রক্ষা করা বা উদ্ধার করা। বস্তুতঃ ইহাই এই ক্রিয়ার ধাতুগত অর্থ। লেন সাহেবের আরবী-ইংরাজী অভিধানে ইহার অর্থ করা হয়েছে—Saving, guarding, preserving.

'ইত্তাকা বিহি' অর্থ আত্মরক্ষার জন্য সে তাহাকে বা সেই বস্তুকে ঢালরূপে গ্রহণ করিল ; 'বিকায়াহ' অর্থ ঢাল। অত্তাকুল্লাহ'—অর্থ আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহকে তোমাদের ঢালরূপে গ্রহণ কর ; আল্লার বিধান মেনে চলাকে আত্মরক্ষার উপায় জ্ঞান কর ; আল্লাহকে আশ্রয় করে চল—সব সময় আল্লার বিধান মেনে চল।

আল্লার বিধান অসংখ্য। তাঁর বিধানমালা আমাদিগকে ঘিরে রেখেছে। তাঁর বিধানের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নাই। আমাদের প্রত্যেক অবস্থায়ই আমাদের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে তাঁর কোন না কোন বিধান আমাদের উপরে ক্রিয়া করিতেছে। তাঁর যে বিধান যখন আমাদের অনুকূল, তখন তদনুযায়ী চলায় এবং যে বিধান আমাদের প্রতিকূল তা হোতে দূরে থাকায়ই আমাদের মঙ্গল। এর বিপরীত আচরণ করলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। 'ইত্তাকুল্লাহ—আল্লাকে আশ্রয় কোরে চল' বলতে এই সত্য বুঝে তদনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে যত্নবান থাকবার আদেশ দেওয়া হয়েছে বুঝতে হবে।

'ইত্তাকুল্লাহ' বলতে শুধু আত্মিক বিধান পালন করা বুঝলে ভুল করা হবে। এই আদেশ ভৌতিক, মানসিক এবং আত্মিক সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। দেহ, মন ও আত্মার একত্র বাসের নামই জীবন। পরিপুষ্ট জীবন বলতে এই তিন সত্বার প্রত্যেকটিরই সুস্থ, সবল এবং পরস্পর সমঞ্জস পরিপুষ্টি বুঝায়। এর যে কোন একটাকে অবহেলা করলে জীবন পঙ্গু হোতে বাধ্য।

দেহ, মন ও আত্মার ক্ষুধা পূরণের একটা নিম্নতম সীমা আছে। এটা পূর্ণ করতে যত্নবান থাকা প্রত্যেক নরনারীর জন্য অপরিহার্য্য। এই নিম্নতম সীমা পর্য্যন্ত দেহ, মন ও আত্মার ক্ষুধা পূরণের পরে এদের উচ্চতর উৎকর্ষের চেষ্টায় মন দিতে হবে। দেহ ও মনের ন্যূনতম ক্ষুধা অপূর্ণ রেখে যারা উচ্চতম আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করতে চেষ্টা করে, তাদেরকে মুত্তাকী মনে করলে ভুল করা হবে। এরা আর যাহাই হউক না কেন, 'মুত্তাকী' নহেন নিশ্চয়ই। আত্মার ন্যূনতম ক্ষুধা পূর্ণ না কোরে যারা 'রোস্তম' বা 'লোকমান' হোতে চেষ্টা করেন, হুজরা-নসীন সুফীদের ন্যায় তারাও ভুল করছেন। তারাও যে 'মুত্তাকী' নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'মুত্তাকী' শুধু তাঁকেই বলা যেতে পারে, যিনি দেহ, মন ও আত্মার ন্যূনতম ক্ষুধা পূরণ করার পর ইহার কোন একটা বা দুই বা তিনটারই উচ্চতর আবশ্যকতা পূরণের উদ্দেশ্যে স্বীয় শক্তি ও প্রতিভাকে নিযুক্ত করেছেন।

(৫)

'মুত্তাকী' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বুঝবার জন্য কোরআন করীমের যে সকল আয়াতের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল। আশা করি এই উদ্ধৃতি যথেষ্ট হবে।

(ক) "যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে এবং তার কাছে সত্য উপস্থিত করলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে জঘন্য অন্যায় কাজ আর কে করে? কাফেরদের জন্য জাহান্নামে স্থান নাই কি? যারা সত্য নিয়ে আসে এবং সত্যের পক্ষ অবলম্বন করে, তারাই "মুত্তাকী" (৩৯ঃ ৩২-৩৩)।

(খ) "এই গ্রন্থ পথ দেখাবে মুত্তাকীদিগকে, যারা 'অজানার' প্রতি আস্থাবান, 'ছালাত' প্রতিষ্ঠিত করে, এবং তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা হতে ব্যয় করে; এবং যারা মেনে নেয় তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং 'আখেরাত' সম্বন্ধে নিশ্চিত। এরাই তাদের প্রভুর নির্দ্দিষ্ট পথে আছে এবং এরাই সফল হবে। যারা প্রত্যাখ্যান করেছে—তোমার সতর্ক কর না করা যাদের কাছে সমান—তারা বিশ্বাস করবে না। আল্লাহ তাদের অন্তর ও কাণের উপরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপরে পর্দ্দা ফেলেছেন; এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। কতক লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনে আস্থাবান, যদিও তারা আস্থাবান নয়। তারা প্রতারণা করতে চায় আল্লাকে এবং আস্থাবান-দিগকে। তাদের অনুভূতি নাই যে তারা আত্মপ্রতারণা করে বৈ আর কাহাকেও প্রতারিত করছে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং সেই ব্যাধিকে আল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন; এবং এই মিথ্যা কথা বলার কারণে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।" (২ঃ ২-১০)।

(গ) তোমাদের মুখ পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরান পুণ্য নহে। আসলে পুণ্য এই—আল্লাহ, পরকাল, সমুদয় ফেরেস্তা, কেতাব এবং সমুদয় নবীর প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হয়েছে, স্বভাবসিদ্ধ প্রেমবশতঃ (বা আল্লার প্রেমে) যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের জন্য, এবং অনাথ, অক্ষম, পথিক ও প্রার্থীদের জন্য, এবং দাসমুক্তির জন্য; যে ব্যক্তি ছালাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাকাত দেয়; যে ব্যক্তি তার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; এবং যারা বিপদে, বিপর্য্যয়ে এবং বিবাদ বিসংবাদের সময়ে ধৈর্য্যশীল থাকে। এরাই সত্যাশ্রয়ী এবং এরাই মুত্তাকী" (২ঃ ১৭৭)।

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই তিনটি উদ্ধৃতিতে 'মুত্তাকী' শব্দের তিনটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; একই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে।

(ক) চিহ্নিত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যায়, যে কেহ সত্য উপস্থিত করেন এবং সত্যের সমর্থন করেন তিনিই 'মুত্তাকী' এবং এর বিপরীত যারা "আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সত্যকে অগ্রাহ্য করে," তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

কোরআন করীমের বহু আয়াতে আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে (৬ঃ ২১, ৯৪, ১৪৫, ১৫৮; ৭ঃ ৩৭; ১০ঃ ১৭; ১১ঃ ১৮; ১৮ঃ ১৫, ৫৭; ২৯ঃ ৬৮; ৩২ঃ ২২; ৩৯ঃ ৩৩; ৬১ঃ ৭ ইত্যাদি)। এই সমুদায় আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়; আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা বলতে যা সত্য নয় তাকে সত্য বলে প্রচার করা বা সত্য মনে করে তার অনুসরণ করা বুঝায়।

আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের মধ্যে প্রথম স্থান তাদের, যারা ঐশীবাণী না পেয়েও পেয়েছি বলে এবং দ্বিতীয় স্থান তাদের, যারা মানুষের কল্পিত ভুল ধারণাকে সত্য মনে করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে।

শুধু ধর্ম্মীয় ব্যাপারেই নয়, মানব জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের সংখ্যা বিপুল। যে সব ভুল ধারণা এবং কুসংস্কার মানব সমাজে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তা সম্ভব হয়েছে আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের কারণে।

(ক) চিহ্নিত উদ্ধৃতি অনুসারে মুত্তাকীর প্রথম কাজ আল্লার প্রতি মিথ্যা আরোপ না করা; যাহা নিশ্চিত সত্য বোলে বুঝতে পেরেছে, সতর্কতার সাথে শুধু তাহাই উপস্থিত করা; এবং তাহার দ্বিতীয় কাজ তাহার সামনে যে কোন সত্যই উপস্থিত করা হউক না কেন তাহা মেনে নেওয়া। নূতন কথা বা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনলেই যারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে, তারা নিশ্চয়ই মুত্তাকী নয়। "সত্য মুমেনের হারান ধন; যেখানেই দেখ না কেন, তাহা কুড়াইয়া লও"—'মুত্তাকীরা' সব সময়ই এই উপদেশ অনুসরণ করতে যত্নবান থাকেন।

(খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতির প্রথম কথা 'ঈমান-বিল-গায়েব' বা অজানার প্রতি আস্থা স্থাপন। কোন সত্যই ছাড়ব না, সব সত্যই মেনে নেব, এইরূপ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হলে 'ঈমান-বিল-গায়েব' অপরিহার্য্য। 'ঈমান-বিল-গায়েব' অর্থ অন্ধ বিশ্বাস নয়; যা সম্ভব তা স্বীকার করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে প্রস্তুত হওয়ার নামই ঈমান-বিল-গায়েব। শুধু ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই নহে, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কাজেই আমরা 'ঈমান-বিল-গায়েবের' আশ্রয় লইতে বাধ্য। যা সম্ভব মনে হয় তা আমরা করতে অগ্রসর হই এবং কাজে হাত দেওয়ার পরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করি। জ্যামিতির ভাষায় 'ঈমান-বিল-গায়েব' অর্থ হাইপথেসিস্ (Hypothesis)।

(খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতির দ্বিতীয় কথা—'ছালাতের' প্রতিষ্ঠা এবং খোদা যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করা।

রসুলুল্লাহ বলেছেন,—"লা ছালাতা ইল্লা বিল-ফাতেহা—সুরা ফাতেহা বাদ দিলে ছালাত হতে পারে না"। সুরা ফাতেহার প্রতি মনোনিবেশ করলে সহজেই বোঝা যাবে, যাহা জানি ও বুঝি, তদনুযায়ী কাজ করা এবং তার উপরে আরও জানবার ও বুঝবার জন্য স্রষ্টার নিকটে নিবেদন জানানই 'ছালাত' বা নামাজের মূল কথা। "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই; তুমি আমাদিগকে সরল পথ দেখাও" ফাতেহার এই প্রার্থনার তাৎপর্য্য এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে বোলে মনে হয় না।

সত্যের পর সত্য আহরণ করতে থেকে জীবনকে কল্যাণমণ্ডিত করতে হলে 'ছালাত' অপরিহার্য্য। 'মুত্তাকী' ছালাত প্রতিষ্ঠা করে। অন্য কথায়, ব্যক্তিগতভাবে নিজে 'ছালাত' অভ্যাস করে এবং সমষ্টিগতভাবে সমাজে ইহা চালু করতে যত্নবান থাকে। খোদা যা দিয়েছেন, তা হতে ব্যয় করতে থাকা মুত্তাকীর জন্য আর একটি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সমাজসেবা করে না সে মুত্তাকী নহে।

(খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতির তৃতীয় কথা মহম্মদুর রসুলুল্লার প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণী মেনে নেওয়া, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণী মেনে নেওয়া এবং আখেরাত বা শেষ পরিণাম কি হবে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা রাখা।

নির্ভুল জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য নিকটতম ও সর্ব্বাধিক নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে নির্ভরযোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায়, তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের শিক্ষা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এই নীতি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, অতীত নবীদের নামে যে সব ঐশীগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে একমাত্র কোরআন ছাড়া আর কোন গ্রন্থই অবিকল আমাদের হাতে পৌছে নাই।

আমাদের চেষ্টার শেষ ফল কি হতে পারে, তার প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি না রাখলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমাদের পরিশ্রম পণ্ডশ্রম বৈ আর কিছু হতে পারে না।

ঠিক পথে চলতে থাকলে সফলতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেই (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতেই মুত্তাকীর সংজ্ঞা দেওয়ার পরেই বলা হয়েছে—"তারা তাদের প্রভুর নির্দ্দিষ্ট পথে চলছে এবং তারাই সফল হবে"। জাগতিক ব্যাপারে সফলতা বিফলতা বুঝতে পারা যতটা সহজ, ধর্ম্মীয় ব্যাপারে ততটা সহজ না হলেও বুঝা যায় নিশ্চয়ই। সমাজে মুত্তাকীর সংখ্যা বাড়ছে কি কমছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে ধর্ম্মীয় সফলতা বা বিফলতা বুঝতে পারা যায়।

'মুত্তাকীর' বিপরীত লোকদের পরিচয়ে (ক) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে,—তারা মিথ্যাকে সত্য বলে এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে; এবং (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে—সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তারা মজবুত; বুঝান আর না বুঝান তাদের জন্য সমান; উপদেশ তাদের অন্তরে পৌছে না, তাদের কাণে প্রবেশ করে না, সত্যের অনুভূতি তাদের নষ্ট হয়ে গেছে। সত্য গ্রহণকারীরা যে সুফল পেয়েছে তা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা আত্মপ্রতারিত। সত্য সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ কিন্তু জানে না যে তারা অজ্ঞ।

সত্যের সার ছেড়ে দিয়ে যারা সত্যের খোসা আকড়ে ধরে তারা মুত্তাকী নয়,—(গ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে এই কথার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং যে সব মৌলিক সত্য গ্রহণ করে মুত্তাকীকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ফল কথা, (ক), (খ) ও (গ) চিহ্নিত উদ্ধৃতি তিনটিতে 'মুত্তাকী' শব্দের তিনটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই; একই সংজ্ঞার বিভিন্ন দিকের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। (ক) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে নিশ্চিত সত্য বৈ অসত্য উপস্থিত না করার উপরে এবং যে কোন সত্যই সামনে আসুক না কেন, তা গ্রহণ বৈ প্রত্যাখ্যান না করার উপরে; (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে সত্য পাবার জন্য যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী রাখা আবশ্যক তার উপরে; এবং (গ) চিহ্নিত উদ্ধৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে সত্যের খোসা আকড়ে না ধরে সারবস্তু আকড়ে ধরার উপরে।

সত্যের অন্বেষণ, সত্যের সাধনা এবং সত্যের প্রচার যার জীবনের আদর্শ; অসত্যকে যিনি হলাহল বিষ জ্ঞান করেন; সত্যের পর সত্য আহরণ ও প্রচার করতে যার উৎসাহ ও উদ্যম অপরিসীম; মিথ্যার আশ্রয় নিলে সর্বনাশ হবে বোলে সব সময়ই যার মনে ভয় থাকে, কোরআনের পরিভাষায় তিনিই 'মুত্তাকী'।

'মুত্তাকী' শুধু পারলৌকিক সত্য নিয়া ব্যস্ত থাকে মনে করলে ভুল করা হবে। কোরআন করীমে মুত্তাকীকে প্রার্থনা শিখান হয়েছে—"প্রভো, আমাদিগকে কল্যাণমণ্ডিত কর ইহলোকে এবং পরলোকে" (২ : ২০১)। যারা ঐহিক বা ভৌতিক সত্য অবহেলা করে, ঐহিক কল্যাণ লাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে, পারলৌকিক সত্য অবহেলা করে যারা ঐহিক ব্যাপারে মশগুল থাকে, তারাও পারলৌকিক কল্যাণ আশা করতে পারে না। আম গাছ রোপন করে কাঁঠাল পাবার আশা করা যায় না; কাঁঠাল গাছ রোপন করেও আম পাবার আশা করা যায় না।

(৬)

মুত্তাকীর আদর্শ অতি বিরাট; এর পরিধি জীবনের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই আদর্শের শুভ ফলও অতি বিরাট; এমন কোন কল্যাণ নাই মুত্তাকী যার অধিকারী নয়।

তবে হাঁ, একই ব্যক্তির পক্ষে যাবতীয় ভৌতিক ও আত্মিক সত্যের চরম সাধনা সম্ভব নয়, তিনি যত বড় মহাপুরুষই হউক না কেন। "প্রত্যেকেই কাজ করে তার গঠন অনুসারে। তবে তোমার প্রভু উত্তমরূপেই অবগত আছেন কে ঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে" (১৭ : ৮৪)। গঠন বা সৃষ্টিগত প্রতিভা যার যে দিকে বেশী, তিনি সেই দিকেই চরম সাধনা করতে পারেন এবং অপর দিকে তাকে নিম্নতম সীমা রক্ষা কোরে চলতে হয়। প্রত্যেকেই রোস্তম হোতে পারে না; প্রত্যেকেই লোকমান হতে পারে না; প্রত্যেকের পক্ষেই নবী বা নবীর তুল্য হওয়া সম্ভব নয়। আমার যা বেশী আছে তা হতে অপরকে দেব এবং আমার যা অভাব আছে, অপর ভাগ্যবানদের থেকে তা গ্রহণ করব—এই নীতির উপরে সব 'মুত্তাকী' সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলে।

ঐশীজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীগণ শ্রেষ্ঠতম মুত্তাকী। এই ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করা অপর সকলের জন্য অপরিহার্য্য। ভৌতিক ব্যাপারের যে ক্ষেত্রে যিনি শ্রেষ্ঠতম, সেখানে তাঁর অনুসরণ করা অপর সকলের কর্ত্তব্য। আদালতে উকীলের আশ্রয় নেওয়া, গৃহ নির্ম্মাণে ইঞ্জিনিয়ারের আশ্রয় নেওয়া, চিকিৎসার জন্য ডাক্তার কবিরাজ ডাকা নবীদের জন্যও আবশ্যক। খেজুর গাছ রোপন সংক্রান্ত একটি ব্যাপারে রসুলুল্লাহ তাঁর সহচরদের বলেছিলেন, এ বিষয়ে তোমরাই আমার চেয়ে বেশী জান।

(৭)

পোষাক পরিচ্ছদে এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে ধার্ম্মিক মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারা সহজ। কেউ এতে বাধা দেয় না, বরং অনেকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। মুত্তাকীর পথ কণ্টকাকীর্ণ। সমাজে যা প্রচলিত আছে, মুত্তাকী তা বিচার করে দেখে এবং তার মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি দেখতে পায়, তার বিরুদ্ধে অবিরাম জেহাদ করে। এ ছাড়া নূতন সত্য বা পুরাতন সত্যের নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করা মুত্তাকীর আর একটা কাজ। এর জন্য কৃতজ্ঞ না হোয়ে সমাজ মুত্তাকীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে,—কি আস্পর্দ্ধা এই লোকটার; বাপ দাদার কাছে যা শুনে আসছি, অপর সব লোকে যা মানে, এই ব্যক্তি তাকে বলে ভুল। সত্য কথা এই যে "এমন কোন রসুল (উচ্চতম মুত্তাকী) আসেন নাই লোকেরা যাকে উপহাস করে নাই" (১৫ : ১১; ২১ : ৪১; ৩৬ : ৩০; ৪৩ : ৭)।

'মুত্তাকী' হতে যাওয়া অর্থ সামাজিকভাবে বিপদ ডেকে আনা। এর জন্য তিনিই প্রস্তুত হতে পারেন, এর গৌরবোজ্জ্বল মহিমার উপলব্ধি যার শিরায় শিরায় প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। এই আদর্শের মহিমা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে নাই, 'মুত্তাকী' হও বলে তাকে যতই উদ্বুদ্ধ করা হউক না কেন, সে এই বিপদ ডেকে আনতে প্রস্তুত হবে না।

(৮)

কোরআন করীমে মুত্তাকীদের জন্য বহু প্রতিশ্রুতি আছে; কতকগুলি সরল ভাষায় এবং অবশিষ্টগুলি উপমায়। সরল ভাষায় বলা হয়েছে,—"আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথী" (২ : ১৯৪; ৯ : ৩৬, ১২৩); "আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু" (৪৫ : ১৯); "আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন" (৯ : ৪); "কোরআন মুত্তাকীদিগকে পথ দেখায়" (২ : ২); "শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য" (৭ : ১২৮; ১১ : ৪৯); "পরকালের মঙ্গল মুত্তাকীদের জন্য" (৪৩ : ৩৫); "আল্লাকে আশ্রয় করে চল (ইত্তাকুল্লাহ), যদি সফল হতে চাও" (২ : ১৮৯); ইত্যাদি। উপমার ভাষায় যা বলা হয়েছে, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বোলে তা উদ্ধৃত করতে ইতস্ততঃ বোধ করছি। কারণ, ব্যাখ্যা না কোরে ঐ শ্রেণীর আয়াত উদ্ধৃত করলে পাঠকদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশী আছে। তবে এতটুকু ইংগিত করা যেতে পারে যে এই শ্রেণীর আয়াতগুলিতে ইসলামী বেহেশত বা স্বর্গোদ্যানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সহজ ভাষায় যার স্বরূপ প্রকাশ করবার স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক।

কোরআন করীমের এই সব প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা সপ্রমাণ করবার দায়ীত্ব মুসলমানদের, বিশেষতঃ আলেম ও সুফী সাহেবানের যারা নায়েবে রসুল হবার দাবীদার।

আল্লাহ যার সাথী বা বন্ধু, আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? গ্রামের প্রধান, থানার দারোগা, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জেলা মেজিষ্ট্রেট যাদের বন্ধু, অন্যদের তুলনায় তাদের সুখ-সুবিধা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি কত বেশী। আর যারা কোন মন্ত্রীর বন্ধু, তাদের ত কথাই নাই। আল্লাহ আসমান জমীনের প্রভু; অসীম তাঁর শক্তি ও প্রতাপ; তাঁর কাজে বাধা দিবার মত কেহই নাই। সত্য সত্যই আল্লাহ যাদের বন্ধু, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির ত তুলনাই হতে পারে না।

সেদিন পথে একজন ভিক্ষুক দেখলাম, ভিক্ষার বুলি হিসাবে দরূদ পড়ছিল যার বাংলা অনুবাদ এই—"হে আল্লাহ, মহম্মদ আমাদের প্রধান; তাঁকে তুমি আশীষমণ্ডিত কর"। সেই ভিক্ষুক হয় ত দরূদের অর্থ বুঝে নাই, এবং বুঝলেও 'ভিক্ষুকদের প্রধান' বোলে পরিচয় দিয়ে সে যে রসুলুল্লার মর্য্যাদা লঘু করছে, এ জ্ঞান তার ছিল না। তবে তার মত দুরবস্থাপন্ন লোকদের পক্ষে রসুলুল্লাহকে 'আমাদের প্রধান' বলা যে তাঁর মর্য্যাদা লঘু করে তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবিকল এইভাবেই সমাজে যারা পরগাছা, বেঈমানদের সংস্পর্শে ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে যারা ভীত ও সন্ত্রস্ত, হুজরার বাইরে এসে কুফরের ফতোয়া দেওয়া বৈ কুফর দূর করবার শক্তি যাদের নাই, তাদেরকে 'মুত্তাকী' বা আল্লার বন্ধু বোলে স্বীকার করলে আল্লার মহিমাকে খর্ব্ব করা হয়। বেঈমানকে ঈমানদার, দুর্নীতিপরায়ণকে নীতিবান, এবং অজ্ঞকে বিজ্ঞ করবার শক্তি যার মধ্যে যতটা আছে, সেই পরিমাণে তিনি একজন ছোট বা বড় মুত্তাকী। মুত্তাকী ইহলোকে কিছুই পায় না, তার সব কিছুই আছে মৃত্যুর পর পারে, এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা ধারণা আর কিছু হতে পারে না। "জেনে রাখ, আল্লার বন্ধুদের কোন ভয় নাই; দুঃখও নাই—যারা ঈমান আনিয়াছে এবং 'তাকওয়া' অবলম্বন করেছে। তাদের জন্য শুভ সংবাদ ইহজীবনে এবং পরলোকে। আল্লার কথা বদলে যায় না। বিরাট এই সফলতা" (১০ : ৬২-৬৪)।

মোস্‌লেহ মাউদ

[মোহম্মদ মোস্তাফা আলী]

সূচনা :

কোন আদর্শকে সম্যক হৃদয়ংগম করতে হলে শুধু ইহার ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করলে কখনও তা পূর্ণ হ'তে পারে না। এ জন্য চাই যারা ঐ আদর্শের প্রতীক তাদের জীবনের সাথে নিবিড় পরিচয়। ইসলামের আদর্শকে হৃদয়ংগম করতে হলেও হযরত নবী করিম ছাঃ, হযরত মাসিহ মাউদ আঃ, এবং তাঁহাদের খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনের সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই পরিচয়ের একটা প্রধান পথ হল তাঁদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করা। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মীর্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আইঃ) জীবনী নিয়ে আলোচনা. করা হবে।

জন্মের পূর্বে :

মাহমুদের জীবনী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে এ দেশে প্রচলিত একটি পুরানো কথাব অবতারনা করতে হচ্ছে। সেটা হ'লো "রামের জন্মের পূর্বে রামায়ণ লিখা হয়েছিল"। অনেকে হয়ত ইহাকে গালগল্প বলে উড়িয়ে দিবে। কিন্তু শত শত বৎসর যাবৎ কোটি কোটি লোক যে কথাটা মেনে আসছে ইহাকে উড়িয়ে দেবার পূর্বে বিচার বিবেচনা করে যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করতে পারে না।

ধর্মের ইতিহাস পাঠ করলে প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কোন মহাপুরুষের আগমনের পূর্বেই তাঁদের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। যখন ঐরূপ কোন মহাপুরুষের শুভাগমণ হয় তখন তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে থাকে। ঐ পূর্ণতাকে তখন ঐশী নিদর্শনরূপে পেশ করা হয়। রামচন্দ্র একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাই আজও অনেকে 'রাম রাজত্বের' প্রতিষ্ঠা চায়। যা'ক সে কথা। মহাকবি বাল্মিকী হয়ত রামচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সংকলিত করে রামের জন্মের পূর্বেই মহাকাব্য রামায়ন লিখেছিলেন। রামচন্দ্রের জীবনেও ঐ মহাকাব্য প্রতিফলিত হলো। ইহাই হয়ত রামের জন্মের পূর্বে রামায়ন লিখার ইতিহাস। আমরা যাঁর জীবনী আলোচনা করতে যাচ্ছি তাঁর জীবনেও অনুরূপ একটা প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। মাহমুদের জন্মের পূর্বেই তাঁর জীবন সম্বন্ধেও অনেক কথাই জানা যায়।

হযরত আহমাদ (আঃ) :

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫—১৯০৮) পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থান হ'তে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী বলে দাবী করেন। আল্লাহতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তিনি ইসলামের পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁর দাবীর স্বপক্ষে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

পুত্রসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী :

ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে তাঁর এক প্রতিশ্রুত পুত্র সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। ১৮৮৪ সালে তিনি প্রচার করেন যে আল্লাহতালা তাকে এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন পুত্র সন্তানের খোশ খবরি দিয়েছেন। ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ইস্তেহার দ্বারা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এলহামী ভাষায় যে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ প্রকাশ করেন নিম্নে তার অনুবাদ দেওয়া হলো :

"আমি তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিতেছি ইহার জন্য তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলে। আমি তোমার কাতর প্রার্থনা শ্রবন করিয়াছি এবং দোয়া কবুল করিয়াচি। তোমার সফর তোমার জন্য মোবারক করিয়াছি। সুতরাং তোমাকে কুদরত রহমত ও কুদরতের নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি লাভ করিতেছ। হে বিজয়ী তোমার প্রতি ছালাম, খোদা ইহা বলিতেছেন যেন যাহারা 'জীবন' চায় তাহারা মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় এবং যাহারা 'কবরে' আছে তাহারা বহিরাগমন করে যেন ইসলামের মর্যাদা এবং আল্লাহর কালামের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্য ইহার বরকত সহ উপস্থিত হয় অসত্য উহার অমঙ্গল সহ সরিয়া যায়। মানুষ যেন বুঝিতে পারে আমি কাদের; যাহা চাই করি এবং আরো বুঝিতে পারে আমি তোমার সঙ্গে আছি। অপরাধিদের যেন পথ প্রদর্শিত করা হয় এবং তাহারা স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পায়। তাহারা খোদার অস্তিত্বে ইমান রাখেনা ; খোদা, খোদার ধর্ম্ম, তাঁহার কিতাব এবং তাঁহার পবিত্র রছুল মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা বলিয়া মনে করে। সুতরাং তুমি এই সুসংবাদ গ্রহণ কর যে একজন প্রতাপশালী পবিত্র পুত্র তোমাকে দেওয়া হইবে। এই ছেলে তোমারই রক্ত, তোমারই সন্তান হইতে হইবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার অন্য নাম 'এম্মানোয়েল' ও 'বশীর'। উহাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহর জ্যোঃতি। মোবারক সে, যে আসমান হইতে আসে তাহার সঙ্গে ফজল, সে প্রভাব, প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইবে। তাহার আগমন দ্বারা এবং 'মসিহি নফস্' ও 'রছুল হকের' বরকতে বহু লোককে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে কলেমাতুল্লাহ, খোদার রহমত ও গয়রত তাহাকে আপন কলেমা তমজিদ দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অতিশয় মেধাবী ও বুদ্ধিমান হইবে। সে অত্যন্ত গম্ভীরচিত্ত এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান পূর্ণ হইবে। সে তিনকে চার করিবে। [অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না] সোমবার, শুভ সোমবার। সুপুত্র মহাসম্মানি, আওয়াল ও আখেরের বিকাশক, সত্য ও মাহাত্ম্যের প্রকাশক—আল্লাহ যেন আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার আগমন অতি মোবারক, আল্লাহর জালাল প্রকাশক। জ্যোঃতি আসিতেছে, জ্যোঃতি। আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করিবে। আমি তাহার মধ্যে আমার রুহ দান করিব তাহার শিরে খোদার ছায়া বিরাজ করিবে। শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে। বন্দিদের মুক্তির কারণ হইবে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় খ্যাতি লাভ করিবে। তার নিকট হইতে বিভিন্ন জাতি বরকত লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মাকে আকাশের দিকে উত্থিত করা হইবে। ইহাই চূড়ান্ত আদেশ।"

বাকবিতণ্ডার ঝড় :

হযরত আহমদ (আঃ)এর বিরুদ্ধবাদিরা এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে তুমুল বাক বিতণ্ডা সুরু করে দিল। তারা এ সকলের নানা কদর্থ করতে তৎপর হয়ে উঠল। এমন কি হাফিজ সুলতানি কাশ্মীরি এবং ছাবির আলী কাদিয়ানি প্রভৃতিরা প্রচার করতে থাকে যে ইতিমধ্যে মীর্যা সাহেবের কোন পুত্র সন্তান হয়েছে যাহা গোপন রেখে তিনি এমন ভবিষ্বাণী করছেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখেনি যে ভবিষ্যদ্বাণী-গুলোতে শুধু পুত্র সন্তানের জন্মের কথাই বলা হয়নি বরং ঐ সন্তানের কর্ম জীবনের সাথেই ভবিষ্যদ্বাণী-গুলোর গভীরতর সম্বন্ধ। যা' হ'ক হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি ইস্তেহার প্রকাশ করে এ সকল এতরাজের জওয়াব দেন এবং ইহাও উল্লেখ করেন যে ৯ বৎসরের মধ্যেই প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্ম হবে। তৎপর হযরত অহমদ (আঃ)এর এক মেয়ে ও ছেলে হয়। ছেলেটি ১৬ মাস পরই মারা যায়। এ নিয়ে পুনঃ তুমুল হৈচৈ আরম্ভ হয়। মসিহ মাউদ (আঃ)কে নানা ভাবে বিদ্রূপ করা হয়। এ সকলের জওয়াবে ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি একটি ইস্তেহার বের করেন। আহমদীয়া সাহিত্যে ইহা সবুজ ইস্তেহার নামে বিখ্যাত। সবুজ কাগজে ইহা ছাপানো হয়েছিল বলেই ইহাকে উক্ত নাম দেওয়া হয়। তা ছাড়া ইহার মধ্যে আর একটা গভীর তাৎপর্য্যও আরোপ করা যেতে পারে। সবুজ নতুন এবং জীবনের ইংগিত করে। যে সুসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী ইহা বহন করেছিল সে সন্তান দ্বারা মানব সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনও তরু তাজা হয়ে উঠবে, মানুষের জন্য নতুন আসমান ও নতুন দুন্‌য়ার সৃষ্টি হবে—এ আভাসও পাওয়া যায়।

মাহমুদের জন্ম :

১৮৮৯ সাল। ১২ই জানুয়ারী। সোমবার। হযরত আহমদ এক পুত্র সন্তান লাভ করলেন। এই সন্তানই যে সেই সন্তান হযরত আহমদ তাহা সিরাজ মনির, তিরিয়াকুল-কুলুব, নজুলুল মসিহ কিতাব সমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ১৮৮৯ সালের প্রথম দিকেই মসিহ

মাউদ (আঃ) লোকদের নিকট হ'তে বয়েত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন ও আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন।

বাল্য জীবন :

ছেলে বেলা হতেই মাহমুদ ভিন্ন ধরণের ছিলেন। ছাত্র জীবনে স্কুলে তিনি কোন পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারেন নি। ওস্তাদের অনুগ্রহেই তার প্রমোশন মিলত। এমনি করে ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত চলল বটে কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সাথে সাথেই তার ছাত্র জীবনেরও অবসান ঘটল। এ গেল একদিক। কিন্তু অপর দিকে ছোট বেলা হ'তেই ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি তার একটা বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়,—ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অন্তর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি একটি সংসদ গঠন করেন। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) ইহার নাম রাখেন 'তাশ্-হিজুল আজহান', যার তর্জমা করা যায়—'বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি'। ঐ নামেই মাহমুদের সম্পাদনায় একটা চতুর্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পর বৎসরই ইহা মাসিকে রূপান্তরিত হয়। শীঘ্রই ইহা জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এমন কি মরহুম মৌলানা মোহম্মদ আলী সাহেবও তৎসম্পাদিত 'রিভিউ অব্ রিলিজিয়ন্স্' পত্রিকায় এই নিয়ে মাহমুদের ভূয়সী প্রসংশা করেন এবং ইহাকে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)এর দাবীর সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেন। ১৯১৩ সালে মাহমুদ 'আল ফজল' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাই ক্রমে দৈনিকের রূপ নেয়। আজ পর্য্যন্ত ইহাই আহমদীয়া জামাতের প্রধান মুখপত্র। ইতিমধ্যে জামাতের মধ্যে কর্মপ্রেরণা ও উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য তিনি "আঞ্জুমনে আনসারউল্লাহ" প্রতিষ্ঠিত করেন।

খেলাফত লাভ :

১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)এর ওফাত হয়। হযরত মৌলবী নুরুদ্দিন (রাঃ) সাহেব প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন এবং জামাতকে পরিচালিত করতে থাকেন। তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হ'তে থাকে। ১৯১৪ সালে স্বাস্থ্য একবারে ভেংগে যায়। তিনি আর স্বাস্থ্য ফিরে পান নি। ঐ বৎসর ১৩ই মার্চ বাদ জুমআ মরজগত ত্যাগ করে তিনি মৌলার দরবারে চলে যান। পরদিন ১৪ই মার্চ তারিখে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে হযরত মাহমুদ খলিফা পদে নির্বাচিত হন। তিনি আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা।

(ক্রমশঃ)

জমাতে আহমদিয়া মিটিবার নয়

(মৌলানা রহমত আলী সাহেবের লেখা উর্দু প্রবন্ধের অনুবাদ; অনুবাদক—এ. এইচ. এম. আলী আনোয়ার)

খোদাতায়ালার মান্‌শা মোতাবেক আহমদীয়া জামাত স্থাপিত হইয়াছে। দুনিয়ার কোন ব্যাক্তি বা সম্প্রদায় ইহাকে কখনো মিটাইতে পারে না। এই জমাত 'কাদের', 'কাইয়ুম', 'আলেমুল গায়েব-ও-শাহাদা,' 'কাহ্‌হার,' 'জাব্বার' খোদার স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষ। যে কেহ ইহা মূলোৎপাটন করিতে চাহিবে, সে নিজেই উৎখাত হইবে; সে নিজেই ধ্বংস হইবে। সেলসেলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হজরত মীর্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেব, মসিহ মাউদ ও মাহদী মাহুদ তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহে জোর দিয়া এই কথা লিখিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার লেখা হইতে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :—

(১) "যিনি অসত্যের বিরোধী, যিনি মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করেন, সেই করীম, আজীজ, সম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম পূর্ব্বক বলিতেছি, আমি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি। তিনি আমাকে ঠিক সময়ে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আমি দাঁড়াইয়াছি এবং প্রতি পদে তিনি আমার সাথী। যে পর্য্যন্ত তাঁহার সংকল্পিত কার্য্য সূচী সম্পাদিত না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি আমাকে বিনষ্ট করিবে না; আমার জমাতকেও তিনি ধ্বংস হইতে দিবেন না। জ্যোতিঃ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে পাঠাইয়াছেন। রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দ্বারা তিনি আমার সত্যতা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং পৃথবীতে বহু খোলা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। সত্যান্বেষীর জন্য এগুলি যথেষ্ট।" (আরবায়ীন, ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়)।

(২) "হে লোকগণ, তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিও, আমার সহিত ঐ হাত আছে, যাহা শেষ সময় পর্য্যন্ত আমার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। যদি তোমাদের পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা, তোমাদের যুবারা ও বৃদ্ধেরা, তোমাদের ছোটরা ও বড়রা সকলে মিলিয়া আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য দোয়ায় প্রবৃত্ত হয়—সেজদা করিতে করিতে তাহাদের নাসিকা বিগলিত হইবে এবং হাত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িবে, খোদা তোমাদের দোয়া শুনিবেন না এবং তাঁহার কাজ সমাপ্ত না করা পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইবেন না। যদি কোন মানুষ আমার সঙ্গে না থাকে, খোদার ফেরেস্তারা আমার সঙ্গে থাকিবেন। যদি তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর, তবে শীঘ্রই প্রস্তরগুলি আমার সাক্ষ্য দান করিবে। সুতরাং তোমাদের আত্মার উপর জুলুম করিও না। মিথ্যাবাদীদের মুখই স্বতন্ত্র, সত্যবাদীর মুখই অন্য। খোদা কোন বিষয়েরই মীমাংসা না করিয়া ছাড়েন না। আমি সেই জীবনের উপর লানত দেই, যাহা মিথ্যা ও মিথ্যারোপের উপর স্থাপিত, এবং সেই অবস্থার উপরও লানত পাঠাই যাহা সৃষ্টির ভয়ে স্রষ্টার আদেশ পালন হইতে গাত্রাপসরণ করে। খোদাওন্দ কাদির যে কাজ যথা সময়ে আমার উপর সপোর্দ্দ করিয়াছেন, এবং উহারই জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাতে আমি কখনো শৈথিল্য করিতে পারি না, যদিও সূর্য্য এক দিক হইতে এবং পৃথিবী অন্য দিক হইতে পরস্পর মিলিত হইয়া আমাকে দলন করিতে প্রয়াসী হয়। মানুষ কি? একটি কীট মাত্র; একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। আমি কি প্রকারে একটি কীটের বা একটি মাংসপিণ্ডের জন্য 'হাইও-কাইয়ুম' জীবিত ও জীবনাধার সর্ব্বধারক খোদার আদেশ অমান্য করিতে পারি? ইতিপূর্ব্বে খোদা যেভাবে প্রত্যাদিষ্ট মামুরগণের এবং মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পরিশেষে এক দিন মীমাংসা করিয়াছেন, সেইরূপে এখনো তিনি ফয়সালা করিবেন। খোদার প্রত্যাদিষ্ট মামুরগণের আসারও মৌসুম আছে, যাওয়ারও মৌসুম আছে। সুনিশ্চিতরূপে জানিও আমি বেমৌসুমে আসি নাই, বেমৌসুমে যাইবও না। খোদার সহিত যুদ্ধ করিও না। আমাকে ধ্বংস করা তোমাদের সাধ্য নয়।" (আরবায়ীন, ৩য় খণ্ড, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা)।

(৩) "যে সকল দলের উপর খোদা লানত করেন, আমি উহাদের কি চিকিৎসা করিতে পারি? আমার দেল ফয়সালার জন্য আকুল। একটা যুগ পার হইয়া গেল। তাহারা সরলভাবে ইমানদারীর সহিত এবং সাধু উদ্দেশ্য লইয়া ফয়সালা করিতে চাহিবে, আমার এই আকাঙ্খা এখনো পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে দিল নিয়া তাহারা ময়দানে আসে না। খোদা ফয়সালা করার জন্য প্রস্তুত;—সন্তান প্রসবের জন্য লেজ উঠানো উষ্ট্রার ন্যায় প্রস্তুত। জামানা স্বয়ং ফয়সালার জন্য তাকিদ করিতেছে। হায়, যদি তাহাদের মধ্যে একজনও ভাল লোক থাকিত। আমি দিব্য জ্ঞান পাইয়া দাবী করিতেছি। আর এই সকল লোকেরা অনুমানের উপর নির্ভর পূর্ব্বক আমাকে স্বীকার করিতেছে। তাহাদের ছিদ্রান্বেষনের উদ্দেশ্যও হাত হাৎড়াইয়া কিছু পায় না। হে নাদান কওম, এই সেলসেলা আসমান হইতে কায়েম হইয়াছে। তোমরা খোদার সহিত লড়াই করিও না। তোমরা ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে না। ইহার আওয়াজ সর্ব্বদা উপরে থাকিবে। তোমাদের হাতে আছে কি? শুধু কয়েকটি হাদিস, টুকরা টুকরা স্বরূপে যাহা তোমাদিগকে তিয়াত্তর ফিরকার মধ্যে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। সত্যের দর্শন এবং একীন কোথায়? একজন অন্যজনের শত্রু। একজন 'হকাম' অর্থাৎ মীমাংসাকারী তোমাদের মধ্যে নাজেল হইয়া তোমাদের হাদিসের স্তুপ হইতে কিছু গ্রহণ এবং কিছু রদ করিবার আবশ্যকতা ছিল না কি? তোমাদের সকল কথাই মানিবে, এবং কিছুই রদ করিবে না, এইরূপ ব্যক্তি কিসের 'হাকাম' হইবে? তোমাদের আত্মার উপর জুলুম করিও না। তোমাদের ইস্‌লাহের জন্য এই সেলসেলা খোদার তরফ

হইতে স্পষ্ট। তোমরা ইহাকে অমর্য্যাদার চক্ষে দেখিও না। নিশ্চিত জানিও, ইহা মানুষের কারবার হইলে এবং ইহার সহিত কোন গুপ্ত হস্ত না থাকিলে, কবেই ইহা ধ্বংস হইত। এ হেন মিথ্যাবাদী অতি শীঘ্র ধ্বংস হইত। তাহার হাড়ও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। অতএব তোমরা তোমাদের এই শত্রুতার বিষয় পুনর্ব্বিচার কর। অন্ততঃ ভাব যে তোমরাও ভুলও করিতে পার। তোমরা খোদার সহিত এই যুদ্ধ করিতেছ।" (আরবাঈন, ৪র্থ খণ্ড, ২৬-২৭ পৃষ্ঠা)।

(৪) "আমি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নসিহত স্বরূপ বিরুদ্ধবাদী ওলামা এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী-দিগকে বলিতেছি যে গালী দেওয়া এবং কুবাক্য উচ্চারণ করা ভদ্রতা নয়। যদি ইহাই আপনাদের স্বভাব হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনাদের মরজী। আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিলে, আপনারা মসজিদে সমবেত হইয়া একত্রে বা পৃথক পৃথকভাবে আমার জন্য বদ দোয়া করিতে পারেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার ধ্বংস চাহিতে পারেন। আমি কাফের হইয়া থাকিলে নিশ্চয়ই এই সকল দোয়া কবুল হইবে। আর আপনারা সব সময় দোয়া ত করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, যদি আপনারা এত দোয়াও করেন যে জিহ্বা ক্ষত হইয়া পড়ে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এত সেজদাও করেন যে নাসিকা ক্ষয় হইয়া পড়ে এবং অশ্রুতে হলকা সিক্ত হইয়া পড়ে, পলকগুলি পড়িয়া যায় এবং অত্যাধিক কান্নাকাটায় চক্ষের জ্যোতিঃ লয় পায়, পরিশেষে মস্তিকে শূন্যতা জন্মিয়া মৃগীও দেখা দেয় বা হিষ্টিরিয়া হইয়া পড়ে, তবু এই সকল দোয়া কবুল হইবে না। কারণ আমি খোদা হইতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার জন্য বদ দোয়া করিবে, তাহারই উপর তাহার বদ দোয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। আমার উপর যে কেহ 'লানত' করিবে, সেই 'লানত' তাহারই উপরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং সে জানিবেও না। ....আমার আত্মায় সেই ইব্রাহিমী সত্যবাদীতাই আছে, যাহা ইব্রাহিম আলায়হেস্-সালামকে দেওয়া হইয়াছিল। খোদার সহিত আমার ইব্রাহিমী সম্বন্ধ। খোদা ব্যতীত কেহ আমার রহস্য জানে না। বিরুদ্ধ-বাদীরা নিরর্থক নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে। তাহাদের হাতে মূলোৎপাটন হইব, আমি এমন বৃক্ষ নই। তাহাদের পুর্ব্ববর্ত্তীরা এবং তাহাদের পরবর্ত্তীরা, তাহাদের জীবিতগণ এবং তাহাদের মৃতগণ, সকলেই একত্রিত হইয়াও আমাকে বধ করিবার জন্য দোয়া করে, আমার খোদা ঐ সমুদায় দোয়া লানতের আকারে তাহাদের মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন। দেখুন, শত শত জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাদের জামাত ছাড়িয়া আমার জামাতে যোগদান করিতেছেন। আসমানে এক শোর পড়িয়াছে। ফেরেস্তাগণ পবিত্রাত্মাদিগকে টানিয়া টানিয়া এ দিকে আনিতেছেন। এখন এই আসমানী ক্রিয়াকে কোনো মানুষ রোধ করিতে পারে কি? ভাল, কোন শক্তি থাকিলে রোধ কর। নবীগণের শত্রুরা যত ষড়যন্ত্র করিয়াছে, সংই কর। কোন তদ্বীর ছাড়িও না, শেষ পর্য্যন্ত জোর দেও, মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত বদ দোয়া কর; দেখ, কি পাল্টাইতে পার। খোদার নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিতেছে। দুর্ভাগ্যবান মানুষ দূরে থাকিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতেছে। যে সকল দেলের উপর মোহর আছে, আমি তাহাদের চিকিৎসা কি করিব? হে খোদা, তুমি এই উম্মতের প্রতি দয়া কর। আমিন।" (আরবাঈন, ৪র্থ খণ্ড, ৫-৭ পৃষ্ঠা)

(৫) "হে লোকগণ, সকলেই শোন,—যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি বিশ্বের প্রত্যেক দেশে তাঁহার এই জমাতের বিস্তার সাধন করিবেন। যুক্তি ও প্রমাণের দিক দিয়া সকলের উপর তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন। সেই দিন আসিতেছে, বরং সন্নিকট, যখন বিশ্বে শুধু এক ধর্ম্ম হইবে, যাহাকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইবে। খোদা এই মজ-হবে, এই সেলসেলায় পরম ও অলৌকিক বরকত প্রদান করিবেন। যে কেহ ইহার ধ্বংস চিন্তা করে, তাহাকে বিফল মনোরথ করিবেন। এই প্রাধান্য চিরদিন থাকিবে, যে পর্য্যন্ত কেয়ামত উপস্থিত না হয়। যদি আমার সহিত এখন ঠাট্টা করা হয়, তবে এই ঠাট্টায় ক্ষতি কি? কারণ, এমন কোন নবী হন নাই, যাঁহার সহিত ঠাট্টা করা হয় নাই। সুতরাং মসিহ মাউদের সঙ্গেও ঠাট্টা করা হইতেছে। আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন—"আক্ষেপ বান্দাগণের প্রতি, এমন কোন রসুল আসেন নাই, যাঁহার সহিত ঠাট্টা করা হয় নাই।

সুতরাং প্রত্যেক নবীর সহিত ঠাট্টা হওয়া খোদার একটি নিদর্শন। কিন্তু যিনি সকল লোকের সম্মুখে আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং ফেরেস্তাগণও তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন, তাঁহার সহিত কে ঠাট্টা করিবে? সুতরাং এই প্রমাণ হইতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, মসিহ মাউদ আসমান হইতে অবতরণ করা সম্পূর্ণ একটা অলীক ধারণা। স্মরণ রাখিও, আসমান হইতে কেহ আসিবে না। আমাদের যত বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছে, সকলেই মরিবে। তাহাদের কেহই ঈসা ইবনে মরিয়মকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তাহাদের যে সকল সন্তান জীবিত থাকিবে, তাহারাও মরিবে। তাহাদের মধ্যেও কেহই ঈসা ইবনে মরিয়মকে আসমান হইতে অবতরণ হইতে দেখিবে না। তারপর তাহাদেরও যে সকল সন্তান জীবিত থাকিবে, তাহারাও মরিবে। তাহারাও মরিয়মের পুত্রকে আসমান হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। তখন খোদা তাহাদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবেন। ক্রুশের প্রাবল্যের দিনগুলিও গিয়াছে। পৃথিবী অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনো আসমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে। আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হইবে না, ঈসার জন্য অপেক্ষাকারী কি মোসলমান, কি খৃষ্টীয়ান অত্যন্ত নিরাশ ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই মিথ্যা ধারণা বর্জ্জন করিবে। পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম্ম আছে এবং একজন মাত্র ধর্ম্ম নেতা আছেন। আমি ত শুধু এই মহাসত্যের বীজ বপনের জন্য আসিয়াছি। সুতরাং আমার হাতে এই বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন ইহা বর্দ্ধিত হইবে, ফলে ফুলে শোভিত হইবে। কেহই ইহা রোধ করিতে পারিবে না।" (তাজকিরাতুশ-শাহাদাতয়েন, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)।

(৬) "হে অন্ধ ও অন্ধগণ, আমার পূর্ব্বে কোন সত্যবাদী ধ্বংশ হইয়াছেন যে আমি ধ্বংস হইব? খোদা কোন বিশ্বস্ত বান্দাকে লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করিয়াছেন যে তিনি আমাকে ধ্বংস করিবেন? কাণ খুলিয়া শোন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া স্মরণ রাখ, আমার আত্মা ধ্বংস হইবার আত্মা নয় এবং আমার সৃষ্টিতে অকৃতকার্য্যতার উপাদান নাই। আমাকে সেই সাহস ও সত্যবাদিতা দেওয়া হইয়াছে পর্ব্বত যাহার সম্মুখে তুচ্ছ। আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো পরওয়া করি না। আমি একাকী ছিলাম। একাকী থাকিতে আমি অসন্তুষ্ট নই। খোদা আমাকে কখনো ছাড়িবেন কি? তিনি কখনো আমাকে ছাড়িবেন না। তিনি কি আমাকে ধ্বংস করিবেন? ধ্বংস কখনো করিবেন না। শত্রু লাঞ্ছিত হইবে। ঈর্ষাকারী লজ্জিত হইবে। খোদা তাঁহার বান্দাকে প্রত্যেক ময়দানে জয়যুক্ত করিবেন। আমি তাঁহার সহিত এবং তিনি আমার সহিত; কিছুই আমাদের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না। তাঁহার সম্মান ও প্রতাপের দোহাই দিয়া বলিতেছি, দুনিয়া ও আখেরাতে ইহার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কিছুই নাই যে, তাঁহার ধর্ম্মের মাহাত্য প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রতাপ প্রকাশ পায়, এবং তাঁহার বাণী সকলের উচ্চ স্থান অধিকার করে। তাঁহার অপার অনুগ্রহে কোনো পরীক্ষাতেই আমি ভীত নই, একটি আপদ নয়, কোটি কোটি আপদ আসিলেও নয়। পরীক্ষার আসরে এবং দুঃখের জঙ্গলে আমাকে শক্তি দেওয়া হইয়াছে।" আনওয়ারুল-ইসলাম, ২১-২২ পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক ইলাহী সেলসেলাই পৃথিবীতে একটি বীজের ন্যায় উপ্ত হয়। উহার প্রথম অবস্থা অতি ক্ষুদ্রাকার। ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উহা এক মহা বৃক্ষে পরিণত হয়। এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম আহমদীয়তের জন্যও নির্দ্ধারিত আছে। এই জমাতের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে হজরত আকদাস মীরজা গোলাম আহমদ সাহেব আল্লাহতালার তরফ হইতে বহু অহি, এলহাম ও কাশফ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আল্লাহতালা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"খোদা তাঁহার এই বান্দার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট নহেন কি, যাহাকে তিনি বিশ্বের সংস্কারের জন্য পাঠাইয়াছেন? তাহার উপর যে সকল মিথ্যারোপ করা হইয়াছে, খোদা তাহা হইতে তাঁহাকে পবিত্র করিবেন। পৃথিবী যাহাই বলে না কেন, তিনি খোদার দরবারে সম্মানিত। পুনরায় বলিতেছি, খোদা কি তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিবার জন্য যথেষ্ট নহেন? যখন লোকেরা এই বান্দার পথে

(১২শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বয়ানুল-কুরআন

পবিত্র কুরআনের সরল বঙ্গানুবাদ—ছুরা আ-লে ইমরাণ

—মুমতায আহমদ
মুবাল্লিগ, সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া

১৫৫। (ওহোদের রণক্ষেত্রে) দুই দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের যাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ব্বকৃত কোন পাপের কারণে শয়তান তাহাদিগকে পদস্খলিত করিয়াছিল। তবে আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

১৭ রুকু ১৬ আয়াত, ১৫৬—১৭১

১৫৬। হে মুমিনগণ, তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহাদের (মুমিন) ভাইগণ যখন আল্লার পথে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাদের সম্বন্ধে বলে,—তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না যদি তাহারা আমাদের নিকটে থাকিত। আল্লাহ তাহাদের অন্তরে ইহা একটা পরিতাপে পরিণত করিয়া দেন; এবং আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা যাহারা করিতেছ আল্লাহ তাহা সম্যক দেখিতেছেন।

১৫৭। এবং যদি তোমরা আল্লার পথে নিহত হও বা মরিয়া যাও, (জানিয়া রাখিও) তাহাদের সঞ্চিত সম্পদ হইতে আল্লার ক্ষমা ও দয়া উত্তম।

১৫৮। এবং যদি তোমরা মরিয়া যাও বা নিহত হও, আল্লার সমীপেই তোমরা সমবেত হইবে।

১৫৯। (হে নবী) আল্লার অনুগ্রহেই তুমি তাহাদের প্রতি কোমল। যদি তুমি কর্কশ এবং কঠোর হৃদয় হইতে, তোমা হইতে তাহারা দূরে প্রস্থান করিত। অতএব তুমি তাহাদিগকে মার্জ্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিও; এবং যখন সঙ্কল্প কর, আল্লার উপর নির্ভর করিও। এবং (তাঁহার প্রতি) নির্ভরশীলদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন।

১৬০। যদি আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, কেহই তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না এবং যদি আল্লাহ তোমাদিগকে ত্যাগ করেন, তিনি ব্যতীত আর কে আছে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে? অতএব আল্লার উপরেই নির্ভর করা মুমিনগণের কর্ত্তব্য।

১৬১। কোন নবী খেয়ানৎ করিবেন ইহা সম্ভবপর নহে এবং যে ব্যক্তি খেয়ানৎ করিবে কিয়ামতের দিন সে খেয়ানৎ সহ উপস্থিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্ম্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

১৬২। যে ব্যক্তি আল্লার সন্তোষের অনুগমণ করে সে কি তাহার ন্যায় হইতে পারে যে আল্লার বিরাগভাজন এবং যাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম? এবং ইহা (জাহান্নাম) অতি জঘন্য স্থান।

১৬৩। আল্লার হুজুরে তাহারা নানা স্তরে অধিষ্ঠিত এবং আল্লাহ তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন।

১৬৪। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যখন তাহাদের এক ব্যক্তিকে তাহাদের মধ্যে রসুল করিয়াছেন যিনি তাহাদের সমীপে আল্লার বাক্যগুলি পাঠ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ এবং জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, যদিও ইতপূর্ব্বে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

১৬৫। ইহা কেমন কথা, যখন তোমাদের উপর বিপদ আসিল, যদিও (প্রতিপক্ষকে) তোমরা দ্বিগুণ বিপন্ন করিয়াছিলে, তোমরা বলিয়া উঠিলে এই বিপদ আসিল কিরূপে? (হে নবী,) তুমি বল ইহা তোমাদের কর্ম্মফল। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু করিতে সক্ষম।

১৬৬। এবং দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইবার দিন তোমাদের উপর যে বিপদ আসিয়াছিল, আল্লার হুকুমেই আসিয়াছিল, যেন মুমিনগণকে তিনি জানিয়া লন;

১৬৭। এবং মুনাফিকগণকেও জানিয়া লন। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, আস, আল্লার পথে যুদ্ধ কর অথবা আত্মরক্ষা কর। তাহারা বলিল, যুদ্ধ হইবে জানিলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণ করিতাম। সেই সময় তাহারা ঈমানের চেয়ে কুফরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। তাহারা মুখে যাহা বলে তাহাদের হৃদয়ে তাহা নাই; এবং তাহারা যাহা গোপন করিতেছে আল্লাহ তাহা উত্তমরূপে জানেন।

১৬৮। (যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়া) ইহারা বসিয়া রহিল এবং তাহাদের (নিহত মুমিন) ভাইদের সম্বন্ধে বলিয়াছিল, আমাদের কথা মানিলে তাহারা নিহত হইত না। (হে নবী) তুমি বল, যদি তোমাদের কথা সত্য হয় তবে তোমাদের নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে টলাইয়া দাও ত দেখি।

১৬৯। এবং যাহারা আল্লার পথে নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না; বরং তাহাদের প্রভুর সন্নিকটে তাহারা জীবন্ত; তাহারা রিযেক প্রাপ্ত হয়।

১৭০। আল্লাহ তাহাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে তাহারা পরম আনন্দিত এবং তাহাদের পরবর্ত্তী যাহারা তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই তাহাদের জন্য শুভ সংবাদ দিয়া তাহারা পুলকিত। তাহাদের কোন ভয় নাই, চিন্তাও নাই।

১৭১। আল্লার নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করায় তাহারা আনন্দিত; এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই মুমিনদের প্রাপ্য ফল বিনষ্ট করেন না।

১৮ রুকু ৯ আয়াত ১৭২—১৮০

১৭২। আহত হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ এবং রছুলের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্য কাজ করে এবং তকওয়া করে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

১৭৩। যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল,—নিশ্চয় সব লোক তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হইয়াছে; তাহাদিগকে ভয় কর। ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল আল্লাই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্য্যসম্পাদক।

১৭৪। ফলে আল্লার অনুগ্রহ ও দান সহ তাহারা ফিরিয়া আসিল; কোন অমঙ্গলই তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এবং তাহারা আল্লার সন্তোষ লাভের পথ অনুসরণ করিল; এবং আল্লাহ মহাদানশীল।

১৭৫। নিশ্চয়ই শয়তান তাহার বন্ধুগণকে ভীত করে। যদি তোমরা মুমিন হও, তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় করিও।

১৭৬। এবং তাহাদের জন্য মর্ম্মাহত হইও না যাহারা অবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হইতেছে। তাহারা আল্লার একটুও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ তাহাদিগকে পরকালের সুখের অংশ দিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে।

১৭৭। ঈমানের বিনিময়ে যাহারা কুফর খরিদ করিয়াছে, তাহারা আল্লার একটু অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

১৭৮। কাফেরগণ যেন কখনও মনে না করে যে তাহাদিগকে আমরা অবকাশ যে দিতেছি তাহাদের জন্য তাহা মঙ্গলজনক হইবে; আমরা তাহাদিগকে পাপ বেশী করিবার অবসর দিতেছি এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি রহিয়াছে।

১৭৯। পবিত্র লোকদিগ হইতে অপবিত্র লোকদিগকে পৃথক না করা পর্য্যন্ত আল্লাহ মুমিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিবেন না যে অবস্থায় তোমরা আছ। এবং ইহাও আল্লার বিধান নহে যে তিনি তোমাদিগকে জ্ঞানের অগোচর কথা জানাইয়া দিবেন। তবে তিনি তাঁহার রছুলগণ হইতে কাহাকেও নির্ব্বাচিত করেন (জ্ঞানের অগোচর কথা জানাবার জন্য)। অতএব তোমরা আল্লার উপর এবং তাঁহার রছুগণের উপর ঈমান আনয়ন কর; এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া কর, তোমরা মহাপুরস্কারের অধিকারী হইবে।

১৮০। মনে করিও না যে তাহাদের জন্য ইহা শুভ হইবে যাহারা আল্লার অনুগ্রহে যে সম্পদের অধিকারী হইয়াছে তাহা ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিতেছে। ইহা তাহাদের জন্য অশুভ হইবে। যাহা ব্যয় করিতে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে, কেয়ামতের দিন তাহা তাহাদের কণ্ঠমাল্য করিয়া দেওয়া হইবে। এবং আল্লাই আকাশমালা ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। এবং আল্লাহ জ্ঞাত আছেন তোমরা যাহা কিছু কর।

১৯ রুকূ ৯ আয়াত ১৮১—১৮৯

১৮১। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের কথা শুনিয়াছেন যাহারা বলে, আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী। আমরা লিখিয়া রাখিব তাহাদের এই কথা এবং তাহাদের অযথা নবীদিগকে হত্যা করা এবং আমরা বলিব, তোমরা দগ্ধ হওয়ার শাস্তি ভোগ কর।

১৮২। ইহা তোমাদের স্বহস্তকৃত পূর্ব্বকর্ম্মের প্রতিফল এবং আল্লাহ তাঁহার দাসগণের প্রতি একটুও অবিচার করেন না।

১৮৩। যাহারা বলে, আল্লাহ আমাদিগকে নিশ্চিত বিধান দিয়াছেন যে আমরা যেন কোন রছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যে পর্য্যন্ত তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবাণী আনয়ন না করেন আগুনে যাহা খাইয়া ফেলিবে। (হে নবী) তুমি বল, উজ্জল প্রমাণ সহ এবং তোমরা যাহা উল্লেখ করিছ তাহা সহ আমার পূর্ব্বে বহু রছুল তোমাদের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তোমাদের দাবী সত্য হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলে কেন?

১৮৪। সুতরাং তাহারা তোমাকে যদি মিথ্যুক বলে, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী রছুলগণকেও মিথ্যুক বলা হইয়াছিল, যাহারা স্পষ্ট নিদর্শনমালা, ঐশীগ্রন্থরাজি এবং উজ্জল শরীয়ত সহ আগমন করিয়াছিলেন।

১৮৫। প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং কিয়ামতের সময় তোমাদের কর্ম্মের পরিপূর্ণ ফল তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। তখন দুঃখের আগুন হইতে যাহাকে দূরে রাখা হইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে, সেই ব্যক্তিই সফলকাম; এবং এই পার্থিব জীবন ভোগ বিলাসের ছলনা মাত্র।

১৮৬। (হে মুমিণগণ,) তোমাদের ধন এবং তোমাদের প্রাণ সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইবে এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কিতাবপ্রাপ্ত জাতিগণ এবং অংশীবাদিগণের নিকট হইতে নিশ্চয় তোমরা বহু ক্লেশদায়ক বাক্য শ্রবন করিবে; এবং তোমরা যদি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তকওয়া গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই ইহা দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচায়ক।

১৮৭। এবং (স্মরণ কর) যাহাদিগকে কিতাব দান করা গিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ যখন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন,—নিশ্চয় তোমরা লোকদের নিকট উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং উহা গোপন করিবে না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা উহা তাহাদের পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিল এবং উহার বিনিময়ে তুচ্ছ পদার্থ খরিদ করিল। কতই না জঘন্য তাহারা যাহা খরিদ করিল।

১৮৮। সেই সমস্ত লোককে তোমরা হিসাবে আনিও না যাহারা নিজেদের কাজে উল্লাসিত হয় এবং যে কাজ করে নাই তাহার জন্য প্রশংসিত হইতে চায়; মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১৮৯। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লার এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

২০রুকূ ১১ আয়াত ১৯০—২০

১৯০। আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত্রি ও দিনের বিবর্ত্তনে নিশ্চয় ঈমানগণের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে;

১৯১। যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং পার্শ্বোপরি (শয়ন অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমালা ও পৃথিবীর সৃজন সম্বন্ধে চিন্তা করে; (তাহারা বলিয়া উঠে) হে আমাদের প্রভো, তুমি বৃথা এই সমস্ত সৃষ্টি কর নাই; তুমি পবিত্র; অতএব তুমি আমাদিগকে আগুণের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

১৯২। হে আমাদের প্রভো, তুমি যাহাকে আগুনে প্রবেশ করাইবে নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সহায্যকারী থাকিবে না।

১৯৩। হে আমাদের প্রভো, আমরা নিশ্চয় শুনিয়াছি একজন আহ্বানকারীকে (এই বলিয়া) ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে,—তোমাদের প্রভুর প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর। সুতরাং আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি! অতএব হে আমাদের প্রভো, আমাদের পাপসমূহ তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের যাবতীয় কালিমা দূরীভূত কর এবং সজ্জনগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদিগকে মৃত্যু দাও।

১৯৪। এবং হে আমাদের প্রভো, তোমার রছুলগণের মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদিগকে যাহা দিবে বলিয়া তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কেয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।

১৯৫। ফলে আল্লাহ তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন (এবং বলিলেন),—নর বা নারী তোমাদের কোন সাধকের সাধনাই আমি বিফল করি না; তোমরা একে অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং যাহাদিগকে স্বীয় গৃহ হইতে বহিস্কৃত করা হইয়াছে এবং যাহারা আমার পথে দুঃখ বরণ করিয়াছে এবং জেহাদ করিয়াছে ও শহীদ হইয়াছে, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাহাদের যাবতীয় কালিমা দূরীভূত করিব এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উদ্যানমালায় প্রবেশ করাইব যাহার নিম্ন দিয়া নদীমালা প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লার দেওয়া পুরস্কার এবং আল্লার সমীপেই উত্তম পুরস্কার।

১৯৬। নগরে নগরে কাফেরদের অবাধ গতিবিধি যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

১৯৭। ক্ষনিকের ভোগ বিলাস। অতঃপর জাহান্নাম হইবে তাহাদের ঠিকানা; এবং কত জঘন্য সেই ঠিকানা।

১৯৮। পক্ষান্তরে যাহারা তাহাদের প্রভুকে আশ্রয় করিয়া চলে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উদ্যান-মালা যাহার নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকিবে। তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে; (উহা) আল্লার অতিথি সৎকার এবং আল্লার সমীপে যাহা রহিয়াছে পুণ্যবানগণের জন্য তাহা উত্তম।

১৯৯। অবশ্যই গ্রন্থধারীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আল্লার উপর, এবং তোমাদের নিকট যাহা নাযিল করা গিয়াছে এবং তাহাদের নিকট যাহা নাযিল করা গিয়াছিল তাহার উপর; তাহারা আল্লাহকে ভয় করে; আল্লার বিধানের বিনিময়ে তাহারা সামান্য মূল্য গ্রহণ করে না। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার নির্দ্ধারিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০। হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করিও এবং ধৈর্য্যের অনুশীলনে পরস্পর প্রতিযোগীতা করিও এবং সীমান্ত রক্ষা করিও। আল্লাকে আশ্রয় করিয়া চল, যেন তোমরা সফল হইতে পার।

সুরা আল-ইমরাণ সমাপ্ত

সুরা ফাতেহায় মানব জাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে,—যথা (১) আল্লার অনুগ্রহভাজন, (২) আল্লার ক্রোধ ভাজন, এবং (৩) পথহারা। অবশিষ্ট কোরআনে এই তিন শ্রেণীর লোকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সুরা বকরে আল্লার ক্রোধভাজন জাতির উদাহরণরূপে ইহুদি জাতির দুষ্কার্য্য বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পথহারা জাতির উদাহরণরূপে খৃষ্টানদের উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আল-ইমরাণে ইহুদিদের চেয়ে খৃষ্টানদের সম্বন্ধে বেশী বলা হয়েছে।

সুরা বকরের শেষ আল্লার অনুগ্রহ ভাজনদের একটি প্রার্থনা আছে—"হে আমাদের প্রভো, তুমি আমাদের ভুল ত্রুটি ধরিও না যদি আমরা করিয়া ফেলি; হে আমাদের প্রভো, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের উপরে যে বোঝা চাপান হইয়েছিল তদ্রূপ বোঝা আমাদের উপরে চাপাইও না; প্রভো আমাদের, আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা আমাদের উপরে চাপাইও না এবং আমাদের পাপ দূর কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, এবং আমাদের উপরে দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। অতএব কাফেরদের উপরে তুমি আমাদিগকে বিজয়ী কর।"

এই প্রার্থনা কিভাবে পূর্ণ হতে পারে, সুরা আল-ইমরাণের সূচনায় তার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জমাতে আহমদিয়া মিটিবার নয়

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

পর্ব্বত সম বাধার সৃষ্টি করিবে, তখন খোদা এই সকল পর্ব্বত চূর্ণাকারে উড়াইবেন। খোদা ঐ সকল গুপ্ত দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তগুলিও ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, যাহা তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে করিবে। ঐ সকল মুস্কিলের সময়ের পর সহজ সময় আসিবে।" "আমি তোমাকে বরকতের পর বরকত দিব। বাদশাহ তোমার কাপড় হইতে বরকত অনুসন্ধান করিবে।" কাশ্‌ফী জগতে ঐ সকল বাদশাহকে দেখানোও হইয়াছে। তাঁহারা অশ্বারোহণে ছিলেন এবং ছয় সাত জনের কম ছিলেন না। এই সকল বরকত অন্বেষণকারীরা তাঁহার নিকট বয়েত গ্রহণ করিবেন। ফলে তাঁহাদের দেশগুলি এই সেলসেলারই হইবে। (তজল্লিয়াতে ইলাহীয়া ২১ পৃষ্ঠা, 'আল হাকাম' ৬ষ্ঠ জেলদ, ৩৮ নং দ্রষ্টব্য)। "দেখ সেই সময় আসিতেছে বরং সন্নিকট। খোদা এই সেলসেলার পৃথিবীতে বড়ই কবুলিয়ত দিবেন। এই সেলসেলা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত হইবে। পৃথিবীতে ইসলাম বলিতে এই সেলসেলাকেই বুঝাইবে। ইহা সেই খোদার অহি, যাঁহার নিকট কিছুই অসম্ভব নয়।" (তোহফায় গোলড়ভিয়া ৫৬ পৃষ্ঠা)।

হজরত মীরজা সাহেব 'তজকেরাতুস্-সাহাদাতায়নে' লিখিয়াছেন যে পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম্ম (অর্থাৎ ইসলাম) হইবে এবং একজন মাত্র ধর্ম্ম নেতা (অর্থাৎ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হে ও সাল্লাম) হইবেন। হজরত মীরজা সাহেব এই ধর্ম্মের পূর্ণ প্রচারের বীজ বপন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইহা বপন করিয়াছেন। "ইহা বাড়িবে, ফলে ফুলে শোভিত হইবে এবং কেহ রোধ করিতে পারিবে না।"

তুমুল বিরোধিতা এবং নেহায়েৎ গরীব হওয়া সত্বেও আহমদীয়া জমাত খোদাতা'লার অপার অনুগ্রহে ইসলামের কত সেবা করিতেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ বা উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নাই, যেখানে আহমদীয়া মোবাল্লেগ কাজ করিতেছেন না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কথা আপনারা অবগত আছেন। বৈদেশিক তবলিগী মিশনগুলিতে যে সকল মোবাল্লেগ ইসলামের কাজ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাঁহাদের মোট সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

ইউরোপ—লণ্ডন ২৯, স্কটল্যাণ্ড ১, ফ্রান্স ২, স্পেন ৩, ইটালী ৪, সিসিলী ২, জার্ম্মাণী ৩, সুইজারল্যাণ্ড ৩, পোল্যাণ্ড ১, হাঙ্গেরী ২, যুগোস্লাভিয়া ও আলবেনিয়া ১, হল্যাণ্ড ৪।

আমেরিকা—নিউইয়র্ক, চিকাগো, পিটসবার্গ, আর্জ্জেণ্টাইন প্রভৃতি ১৯।

আফ্রিকা—পশ্চিম আফ্রিকা:— নাইজিরিয়া ৮, গোল্ডকোষ্ট ১৬, সিয়ারালিওন ১৩।

পূর্ব্ব আফ্রিকা:— নিরোবি, টাঙ্গানাইকা, ইউগোণ্ডা, কেনিয়া কলোনী ১২, শরক আর্দ্দন ১।

নিকট প্রাচ্য—ফেলিস্তিন ৯, দামেস্ক প্রভৃতি ১০, সিরিয়া ও লেবানন ৪, ইরাক ২, মস্কত ১, ইরাণ ৪।

অন্যান্য দেশ—চীন ৩, জাপান ২, মরিশাস ৪, সিঙ্গাপুর ৫, জাভা ৮, সুমাত্রা ৬, বোরনিও ৩, কলম্বো ২, বুখারা ২, কাশগড় ১, আদন ১, মালয় ১, সিলিবিস ১, ব্রহ্মদেশ ১।

এই মোবাল্লেগগণ ব্যতীত প্রত্যেক দেশে স্থানীয় মোবাল্লেগও তৈয়ার করা হয়। তাঁহারা দেশবাসীকে নিজ ভাষায় ইসলামের বাণী পৌঁছাইয়া থাকেন। আমাদের একজন সর্ব্বথা মান্য ইমাম আছেন। তাঁহার আহ্বানে শত শত শিক্ষিত লোক, গ্র্যাজুয়েট এবং আলেম ফাজেল আহমদী নওজোয়ানকে ইসলামের সেবার্থে আবশ্যকীয় ট্রেনিং দিয়া পৃথিবী-ব্যাপী তবলীগের দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য পাঠানো হয়। জীবন ওয়াকফের এই আহ্বানে ইউরোপ, আমেরিকা, চীন এবং ইন্দোনেশিয়ারও কোন কোন যুবক সাড়া দিয়াছেন। এই সকল মিশনের দ্বারা সহস্র সহস্র সদাত্মা ইসলাম বরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে শত শত ব্যক্তি ইসলাম কবুল করিয়াছেন। আমেরিকায় কুড়িটি বড় জমাত স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকায় ৬০ হাজার ব্যক্তি ইসলাম বরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই খৃষ্টিয়ান ও পৌত্তলিক ছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক মিশনেরই তবলীগী প্রচেষ্টার ফলে দলে দলে সত্য-পিপাসু ব্যক্তিগণ ইসলামের প্রস্রবণ হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন। পশ্চিম আফ্রিকার স্থানে স্থানে মসজিদ, ইসলামী কেন্দ্র এবং মিশন মজবুতভাবে কায়েম হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেকটি মিশনই ব্যাপকভাবে কাজ করিতেছেন। ইসলামের তবলীগের কাজে আহমদীয়া জামাত যে সাফল্য লাভ করিয়াছে, পাশ্চাত্য লেখকেরাও তাহা স্বীকার করেন। নিম্নে তাঁহাদের কয়েকটি অভিমত দেওয়া হইল:—

(১) "আহমদীরা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের মোকাবিলায় দাঁড় হইয়াছে এবং খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্য্য চালাইতেছে। ইহার অনুবর্ত্তিগণ সাহিত্য ও বক্তৃতা দ্বারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিশ্বাসগুলির সহিত সংগ্রামে একটুও ভীত নয়।" (হুইদার ইসলাম, ১৮৮ পৃঃ)

(২) "বর্ত্তমানে আহমদীয়া জমাত পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইসলাম প্রচারক সঙ্ঘ।" ('ইণ্ডিয়েন ইসলাম; ২১৭ পৃঃ)

(৩) "মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ আঃ) চরিত্রকে সর্ব্বপ্রকার দোষারোপ হইতে পবিত্র নির্দ্ধারণের দায়িত্ব আহমদীয়া জমাত গ্রহণ করিয়াছে।" ("ইনফ্লুয়েনস্ অব্ ইসলাম, ১০৯, ১১০ পৃঃ)

পৃথিবীর বারটি ভাষায় কোরান করীমের তরজমা করা হইয়াছে। কোন কোনটি সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্যগুলি প্রকাশ করিবার এন্তেজাম চলিতেছে।

এতদ্ব্যতীত, রসুল করিমের (সাল্লাল্লাহ আলায়হে ও সাল্লাম) জীবন চরিত এবং ইসলামের সত্যতা সম্বলিত এক বিরাট সাহিত্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করা হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে মাসিক এবং অন্যান্য পত্রও প্রকাশ করা হইতেছে।

আহমদীয়া জমাতের মেয়েদের চাঁদায় লণ্ডনে একটি সুন্দর মসজিদ ১৯৩৪ সনে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে আহমদী মহিলাদের চাঁদায় হল্যাণ্ডে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ, আহমদিয়তের বীজ হইতে যে মহা বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, উহার একটি সামান্য দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। ইহা হইতে আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, এই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষটি কত মহান হইবে। অঙ্কুর দেখিয়াই আপনারা ইমান আনিয়া ঐশী সেলসেলায় প্রথমে সাঁড়া দেওয়ার ফলে অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় কারণে যাহারা আল্লাহতা'লার বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করে, তাহাদের মধ্যে শামিল হইতে পারেন এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন, অথবা তওবার দরজা বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেও পারেন। প্রত্যেকেরই খোদাতালার সম্মুখে যাইতে হইবে এবং কৃতকর্ম্মের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। এইরূপ না হয় যে, একজন সত্যবাদীকে রদ করিবার ফলে অনুশোচনা ভোগ করিতে হয়—ভবিষ্যদ্বংশধরেরাও সম্মানের সহিত স্মরণ না করে এবং এ দিকে কষ্টও ভোগ করিতে হয়। সুতরাং চিন্তা করুন এবং সত্যকে উপলব্ধি করুন। আবার চিন্তা করুন এবং সত্যকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করুন। একদর্শিতা দ্বারা নহে—সত্যের জন্য পিপাসাতুর হইয়া অনুসন্ধান করুন। রাত্রিতে উঠিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করুন; যদি এই আগন্তুক সত্য হইয়া থাকেন এবং আল্লাহতালার নিকট হইতে ইসলামের নাম জিন্দা করিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তবে যেন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার জমাতে শামিল হইয়া ইসলামের খেদমত করিবার তৌফিক দিন!

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, পরিশেষে আমি আহমদীয়া সেলসেলার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সত্যতা যাচাই করিবার একটি সহজ পন্থা উপস্থিত করিতেছি। বহু নেক দেল, খোদা ভীরু ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"অবশ্যই হজরত মীরজা সাহেব তাঁহার সত্যতা সপ্রমাণার্থে কোরআন করীম, সহিহ হাদিস, সাবেক ওলামা কুবরার এবং আওলিয়া উম্মতের বাক্য হইতে শত শত দলীল দিয়াছেন। প্রায় ৮০ খানা কেতাবে এই সকল দলীল তিনি লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র তাজা নিদর্শন দেখাইয়া তিনি লোকদের উপর ইৎমামে হুজ্জত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোরআন ও হাদিস ভালমত জানি না। আমরা আলেম নই। এই জন্য আমাদিগকে কোন সহজ উপায় বলিয়া দিন, যার সাহায্যে তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া কিয়ামতের দিন মহা সম্মেলনে লাঞ্ছিত না হই।" অতএব একটি সহজ নেহায়েৎ সহজ পন্থা আমি উপস্থিত করিতেছি।

নিকট আহমদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার সত্যতা জিজ্ঞাসা করিবার পরিবর্ত্তে রাব্বুল আলামীনের, দরগাহে নত হইয়া তাঁহার নিকট কাতরভাবে দোওয়া করাই শ্রেয়। তিনি জানেন কে, সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী; কে ইমানদার এবং কে বেইমান। আল্লাহ দোয়া শোনেন এবং যাহারা তাঁহার নিকট নত হয়, তাহাদের ফরিয়াদে তাঁহার রহমতের হাত প্রসারিত করেন। তিনি তাঁহার পবিত্র কেতাবে বলিয়াছেন, "উজিবু দাওয়াতা দায়ে ইজা দা-আনে"—আমি দোয়াকারীর দোওয়া কবুল করি।

অতএব হে সত্যান্বেষিগণ, আপনারা যাঁহারা আল্লাহতা'লার সাজাকে ভয় করেন, প্রথমে তওবাতুন নসুহ করিয়া রাত্রিতে দুই রাকাত নামাজ পড়িবেন। সুরাহ ফাতেহার পর প্রথম রাকাতে সুরাহ ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সুরাহ এখ্‌লাস পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর ৩০০ বার দরূদ শরীফ এবং ৩০০ বার এস্তেগফার পড়িয়া খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতে হইবে,—"হে কাদের, করিম, সর্ব্বশক্তিমান ও পরম দাতা, তুমি গোপন বিষয় জান; আমরা জানি না; মকবুল ও মরদুদ, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী তোমার চক্ষু হইতে অদৃশ্য নয়। অতএব কাতরভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারক মীরজা গোলাম আহমদ সাহেবের হাল তোমার নিকট কি তাহা আমদিগকে জ্ঞাত কর। তিনি সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী? তিনি মকবুল না মরদুদ? তোমার অপার অনুগ্রহে, তোমার ফজলক্রমে এই অবস্থা রোইয়া, কাশ্‌ফ বা এলহামের দ্বারা আমাদের নিকট প্রকাশ কর, যেন মরদুদ হইয়া থাকিলে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গোমরাহ না হই এবং মকবুল হইয়া থাকিলে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া ধ্বংস না হই। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ফেৎনা হইতে রক্ষা কর। আর সকল শক্তি তোমারই। আমীন হে রাব্বিল আলামীন।"

বিশুদ্ধ মনে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ এই এস্তেখারা করিতে হইবে। খোদাতা'লা নিশ্চয়ই তাঁহার ওয়াদা মোতাবেক স্বীয় জ্যোতিঃ অবতীর্ণ করিবেন।

হে খোদা-ভীরু ব্যক্তিগণ, আপনারা উঠুন এবং 'মোজাহাদা' করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ ও সৎপথ প্রদর্শকের নিকট সাহায্য চান।

বিভিন্ন স্থানে নবী দিবস উদযাপিত

পূর্ব্ব পাকিস্তান আহমদিয়া আঞ্জুমন প্রাঙ্গণে ৩০।৬।৫৫ তারিখে শান শওকতের সহিত ছিরাতুন্নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম সচীব মাননীয় সৈয়দ আজিজুল হক সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু গন্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। বৈকাল ৪।। ঘটিকায় মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ ছাহেবের কোরান শরীফ তেলাওয়াতের বাদ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, বিগত ১৯২৭-২৮ সাল হইতে আহমদিয়া জমাতের বর্ত্তমান খলীফা হজরত মির্জ্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব বৎসরে অন্ততঃ একবার সকল জাতির লোক নিয়া বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (দঃ)এর পূণ্য জীবনী আলোচনার্থে এরূপ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বৎসরে আর একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করেন যীশু খৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনার জন্য। ইহাদ্বারা এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মের নেতাদের পূণ্য জীবনী আলোচনার সুযোগ পান এবং বিশ্বের সভ্যতায় তাহাদের দান সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষন করেন। তিনি আরও বলেন, আহমদিয়া সম্প্রদায় আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ (দঃ)এর জীবনী আলোচনার জন্য এইরূপ সভা করিতেছে। অতঃপর অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খাঁন সাহেব হজরতের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বিশ্ব মানবতায় ও সভ্যতায় হজরতের অতুলনীয় দান সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

তার পরেই সদর আঞ্জুমনে আহমদিয়ার মোবাল্লিগ মহাশয় মোহাম্মদ ওমর সাহেব তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় মহামানব হজরত মহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাহার জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। তৎপর মৌঃ মহম্মদ আবদুল হাফীজ সাহেব 'বিশ্ব মানবতার সংস্থাপক মোহাম্মদ (দঃ)' সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন।

তৎপর মির্জ্জা যাফর আহম্মদ সাহেব হজরত মসীহে মওউদ মির্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ)এর নিজ ভাষায় লিখিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ) সম্বন্ধে তারিফ বয়ান করেন। ইহার পর মাননীয় প্রেসিডেণ্ট সৈয়দ আজিজুল হক সাহেব তাহার অভিভাষণে বিশ্বের সর্ব্বপ্রথম গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দঃ)এর বিরাট দান সম্বন্ধে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

ঢাকা আঞ্জুমনে আহমদিয়ার আমীর কেপ্টেন খুরসিদ আহমদ মাননীয় প্রেসিডেণ্ট এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা শেষে প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তিকে মিষ্টি ও চা পান করান হয়।

* * *

মৌঃ আঃ ছোবাহান প্রেসিডেণ্ট আঞ্জুমনে আহমদীয়া গাইবান্ধা ৩০।৬।৫৫ তাং সিরাতুন-নবী দিবস উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করেন; সভাপতিত্ব করেন খান সাহেব হামিদ উদ্দিন খান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্তা, গভর্ণমেণ্ট অফিসার ও অন্যান্য বহু লোক উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং প্রধান প্রধান বক্তাগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) জীবনী সম্বন্ধে এবং বিশ্ব মানবকে তিনি যে শিক্ষাদান করিয়াছেন সেই সকল বিষয় আলোচনা করেন। তাহারা আরও বলেন যে এইরূপ ঘন ঘন সভা ভবিষ্যতে হওয়া দরকার।

* * *

খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী, বগুরা সিরাতুন-নবী সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মিঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্তা ও জনসাধারণ উপস্থিত হয় এবং প্রধান প্রধান বক্তাগণ হজরত মোহম্মদ (দঃ) আদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

* * *

মিষ্টার এ, এফ, খান চৌধুরী জানাইতেছেন যে, রংপুরে ছিরাতুন-নবী জলসা উপলক্ষে ৩০।৬।৫৫ তাং আহমদীয়া মসজিদে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় মিঃ এ, এফ, খান চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি মহামানব মোহম্মদ (দঃ)এর জিবনীর বিভিন্ন দিক অন্যান্য মহাপুরুষ যথা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্টের জীবনীর সঙ্গে তুলনামুলক আলোচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে মোহাম্মদই (দঃ) বিভিন্ন ধর্ম্মগুরুর আধ্যাত্মিক পিতা। সভা রাত্রি ৯।। ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

* * *

আঞ্জুমনে আহমদীয়া পঁচাগড়ের প্রেসিডেণ্ট—ডাঃ সাজেদুর রহমান জানাইতেছেন যে, পচাগড়ে ৩০।৬।৫৫ তাং নবী দিবস উদযাপিত হয়। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্তেও সভা সফলতার সহিত সমাপ্ত হয়। ডাঃ সাজিদুর রহমান উপস্থিত জনগণকে সভাশেষে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

থাকছার—এম, বি, ভূঞা
জেনারেল সেক্রেটারী, পূর্ব্ব পাকিস্তান আঃ আঃ
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা।

কিশ্‌তিয়ে-নূহ হইতে

[কিশ্‌তিয়ে-নূহ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে আহমদীতে ছাপা হইয়াছিল। এখন উৎকৃষ্ট ম ছাপায় বিখ্যাত 'ষ্টার প্রেস' হইতে পুস্তক আকারে ছাপা হইতেছে। আশা করা যায়, আগষ্ট মাসের শেষে ছাপা শেষ হইবে। মূল্য এক টাকার বেশী এবং দুই টাকার কম হইবে]

কোরআন স্পষ্ট বলে, খোদা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই কারণেই চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী নাস্তিক, অনাচারী, বিদ্রোহী ও দুর্বৃত্তগণ তাহাদের দুষ্কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। অন্যথা এই সমুদায় দুষ্কার্য্য অসম্ভব হইত। পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই বলা যাইতে পারে কিরূপে? তাঁহাকে বাধা দিবার মত বৈরী কেহ পৃথিবীতে আছে কি?। ছুবহান আল্লাহ,—নিশ্চই তাঁহার এইরূপ কোন বৈরী নাই।

খোদার বিধান স্বর্গের ফেরেস্তাদের জন্য একরূপ; পৃথিবীর মানুষের জন্য অন্যরূপ। স্বর্গরাজ্যে ফেরেস্তাগণকে তিনি স্বাধীনতা দেন নাই। তাঁহার বিধান মানিয়া চলা তাহাদের সহজাত প্রকৃতি। বিরুদ্ধাচরণ করা বা ভুল ত্রুটি করা তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে মান্য করা না করার স্বাধীনতা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। স্বয়ং খোদাই মানুষকে এই প্রকৃতি দিয়াছেন। পৃথিবীতে অনাচারীর অস্তিত্ব এ কথা প্রমাণ করে না যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই। স্বর্গে ন্যায় পৃথিবীতেও খোদার শাসন পূর্ণ প্রতাপের সহিত বিরাজ করিতেছে। পার্থক্য শুধু এই যে স্বর্গের অধিবাসীদের জন্য তাঁহার শাসনবিধি একরূপ; পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অন্যরূপ। স্বর্গের অধিবাসী ফেরেস্তাগণ পাপ করিতে অক্ষম; পৃথিবীর অধিবাসী মানুষ পাপও করিতে পারে। খোদা মানুষকে এই স্বাধীনতা দিয়াছেন। তবে মানুষের এই দুর্বলতা দূরীভূত হইতে পারে 'ইস্তিগফার' করিলে। অন্য কথায় খোদার নিকটে শক্তি প্রার্থনা করিলে মানুষ 'পবিত্র আত্মা' হইতে শক্তি লাভ করিতে পারে। নবীগণ নিষ্পাপ জীবন যাপন করিয়াছেন। 'পবিত্র আত্মার' সাহায্য লাভ করিয়া অপর লোকেও তাঁহাদের ন্যায় নিষ্পাপ জীবন যাপন করিতে পারে। 'ইস্তিগফার' করিয়া পাপীও পাপের শাস্তি ভোগ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আলোকের উদয়ে অন্ধকারের অবসান ঘটে। যাহারা 'ইস্তিফার' করে না, পাপ করা যাহাদের দ্বিতীয় স্বভাব, তাহারা শাস্তি ভোগ করে। দেশময় প্লেগ মহামারী দেখা দিয়াছে। খোদার বিধান লঙ্ঘনকারিগণ ধ্বংস হইতেছে। পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই বলা যাইতে পারে কিরূপে?

মনে করিও না যে পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই বলিয়াই লোকে পাপ করিতে পারে। পাপের প্রাদুর্ভাবও খোদার একটি বিধান। লোকে ধর্ম্মবিধান লঙ্ঘন করিতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষই খোদার শাসনের বাহিরে নহে।

বিটিশ ভারতে অসংখ্য চুরি ডাকাতি ও নরহত্যা হইতেছে; প্রবঞ্চক, ঘুষখোর, ব্যভিচারী প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের দুর্বৃত্ত রহিয়াছে। কিন্তু বলিতে পারে না যে এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব নাই। তাহাদের রাজত্ব আছে। ইচ্ছা করিয়াই তাহারা কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করেন না; আইনের ত্রাসে প্রজাদের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ করা সমীচীন মনে করেন না। অন্যথা, সহজেই তাহারা সমুদায় অপরাধের অবসান করিতে পারেন। দেশের সমুদায় দুর্বৃত্তকে কঠোর কারাবাসে আবদ্ধ করিতে পারেন; দণ্ডবিধির কঠোরতাও বৃদ্ধি করিতে পারেন। মদ খাওয়া বাড়িয়া যাইতেছে, ব্যভিচারিণীদের সংখ্যা বেশী হইতেছে, বহু চুরি ও নরহত্যা হইতেছে। এ দেশে ইংরেজের রাজত্ব থাকা সত্বেও যে এইরূপ হইতেছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পার। তাহাদের শাসন ব্যবস্থার কোমতাই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ।

খোদার শাসনের তুলনায় মানবীয় শাসন কিছুই নহে। মানবীয় শাসনই যখন অপরাধ দমন করিতে পারে, তখন খোদা যে পারেন তাহা সুনিশ্চিত। খোদার দণ্ডবিধি এখনই যদি কঠোরতর হইয়া পড়ে, প্রত্যেক ব্যভিচারীর উপরে যদি বজ্রপাত হইতে থাকে, প্রত্যেক চোরের হাত যদি খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, খোদা ও তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষই যদি প্লেগে আক্রান্ত হইতে থাকে, সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ পরম ধার্ম্মিক হইয়া পড়িবে।

খোদার শাসন অতি কোমল। পাপীকে তিনি অবিলম্বেই ধরেন না। পাপী এই কারণেই পাপ করিতে পারে। তবে পাপীকে তিনি যে শাস্তি দেন না তাহাও নহে। বজ্রপাতে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারে, জাহাজ-ডুবি এবং রেল দুর্ঘটনায় অসংখ্য লোকের জীবন নষ্ট হইতেছে; সাপে কাটিতেছে, বাঘে খাইতেছে, মহামারীর আক্রমণ হইতেছে। ধ্বংস কারবার জন্য প্রকৃতি তাহার সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া করিয়া রহিয়াছে।

সত্য কথা এই যে, পৃথিবীতেও খোদার রাজত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। অপরাধীদের হাতে হাতকড়ি এবং পায়ে বেড়ি পড়িতেছে। তবে সেই জ্ঞানময়ের শাসনের কোমলতার কারণে অপরাধী অবিলম্বেই এই বেড়ি ও হাতকড়ি অনুভব করিতে পারে না। বিরত না হইলে পরিণামে তাহার জন্য অনন্ত নরক রহিয়াছে।

ফল কথা, মানুষ ও ফেরেস্তার জন্য খোদার বিধানই দুই প্রকারের। বিধান পালনের জন্যই ফেরেস্তাদের সৃষ্টি। আদেশ মত কাজ করা তাহাদের প্রকৃতি। তাহারা পাপ করিতে পারে না; পণ্য কাজে উন্নতিও করিতে পারে না। মানুষ পাপ পুণ্য উভয়ই করিতে পারে। ইহা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। উভয় বিধানই অটল। ফেরেস্তা মানুষ হইতে পারে না; মানুষও ফেরেস্তা হইতে পারে না। এই দুই বিধানের কোনটারই পরিবর্ত্তন নাই; উভয়ই চিরস্থায়ী। স্বর্গের বিধান পৃথিবীতে চালু হইতে পারে না। পৃথিবীর বিধানও স্বর্গে চালু হইতে পারে না।

ফেরেস্তার উৎকর্ষ নাই। মানুষ পাপ পরিহার (তওবা) করিয়া ফেরেস্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। জ্ঞানময় খোদা কিছু লোকের মধ্যে যদি পাপপ্রবণতা রাখিয়া না দিতেন, মানুষ বুঝিতে পারিত না যে সে দুর্বল। পাপ করার পরেই সে ইহা বুঝিতে পারে। অতঃপর 'তওবা' করিয়া সে পাপমুক্ত হয়। মানুষের জন্য ইহাই খোদার ব্যবস্থা। ভুল ভ্রান্তি করা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য; এবং ভুল ভ্রান্তি না করা ফেরেস্তার বৈশিষ্ট্য। ফেরেস্তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, মানব সমাজে তাহার প্রয়োগ সম্ভব নহে।

খোদাকে দুর্বল মনে করা অসঙ্গত। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে ঘটিতেছে। খোদার রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা শুধু স্বর্গেই সীমাবদ্ধ নহে। পৃথিবীর কতৃত্ব দ্বিতীয় আর কোন খোদার দখলে রহিয়াছে কি? 'নাউজুবিল্লাহ'—এইরূপ জঘন্য ধারণা হইতে আমরা অল্লার আশ্রয় চাই।

খৃষ্টানদের এ কথার উপরে জোর দেওয়া ভাল নয় যে খোদার রাজ্য শুধু আকাশেই রহিয়াছে; পৃথিবীতে আইসে নাই। তাহারা আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। আকাশের যদি অস্তিত্ব না থাকে এবং এবং পৃথিবীতেও যদি খোদার রাজ্য না আসিয়া থাকে, তবে তাঁহার রাজ্য আছে কোথায়?

খোদার রাজ্য পৃথিবীতে আইসে নাই, এই ধারণা অভিজ্ঞতার বিপরীত। আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই যে পৃথিবীও খোদার রাজ্য। আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের অবস্থান্তর, আমাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখ সমস্তই তাঁহার বিধানের অধীন। তাঁহার আদেশে জন্ম মৃত্যু হইতেছে; অসংখ্য ফল ফুলের উদ্ভব হইতেছে; তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন এবং স্বীয় অস্তিত্বের অসংখ্য নিদর্শন দেখাইতেছেন।

আকাশের গ্রহ নক্ষত্রমালা একই নিয়মে নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের অস্তিত্ব হইতে কোন পরিবর্ত্তনকারী সত্বা আছেন বলিয়া অনুভব করা যায়। পক্ষান্তরে আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন পৃথিবীর নিত্য সহচর। প্রতিদিনই অসংখ্য জন্ম মৃত্যু হইতেছে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে নানাভাবে আমরা এক মহাপ্রতাপ প্রভুর কর্তৃত্ব অনুভব করিতেছি।

পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আইসে নাই, এই কথার সপক্ষে ইঞ্জিল কোন প্রমাণ উপস্থিত করে নাই। খৃষ্টানগণ অবশ্যই বলিতে পারে যে যীশু স্বীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য গেতসেমিনীর উদ্যানে সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল; ইব্রীয় ৫ম অধ্যায়ের ৭ম ব্যাক্যে দেখা যায়, খোদা যীশুর এই প্রর্থনা মঞ্জুরও করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানগণ এই ঘটনাকে পৃথিবীতে তখনও খোদার

রাজ্য না আসার প্রমাণ মনে করিতে পারে। কিন্তু আমরা এ কথা বলিতে পারি কিরূপে? আমরা উহা হইতে বড় বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি এবং খোদা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন!

ইহুদীদের পক্ষ হইতে যীশুর বিরুদ্ধে পীলাতের আদালতে মকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল ধর্ম্মীয় মতভেদের কারণে। যীশু খুনী আসামী ছিলেন না। পাদরী মাটিন ক্লার্ক কাপ্তান ডগলাসের আদালতে আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করিয়াছিল। মাটিন ক্লার্কের এই মকদ্দমা কিছু কম ছিল কি? এই মকদ্দমা রুজু হইবার পূর্বেই খোদা আমাকে জানাইয়াছিলেন যে এই বিপদ আসিবে এবং ইহা হইতে তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন। পূর্বাহ্ণেই শত শত লোককে এই সংবাদ জানান হইয়াছিল। পরিণামে খোদা আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এক হইয়া আমার বিরুদ্ধে এই মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। পৃথিবী খোদার রাজ্য বলিয়াই তিনি আমাকে অব্যাহতি দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই একবারই নহে, বহুবার আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছি যে পৃথিবীও খোদারই রাজ্য। এই কারণেই কোরআনের এই সমুদায় উক্তি বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি

—(১) "লাহু মুলকুস-সমাওয়াতে অল-আর্দে—আকাশমালা ও পৃথিবী উভয়ই খোদার রাজ্য" (২ : ১০৭); (২) "ইন্নামা আমরুহু; ইজা ইরাদা শইয়ান আয়ইাকুলা লাহু কুন ফাইয়াকুন—নিখিল বিশ্বে এবং নভমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহাকে মান্য করিতেছে; যখন তিনি কোন কিছুকে বলেন 'হও', তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যায়" (৩৬ : ৮২) (৩) "আল্লাহু গালিবুন আলা আমরিহি; আলাকিন্না আকসারান্নাসে লাইয়ালামুন—খোদা তাঁহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম; তবে অধিকাংশ লোক ইহা জানে না" (১২ : ২১)।

ফল কথা, ইঞ্জিলের এই প্রার্থনা খৃষ্টানদের মধ্যে খোদার অনুগ্রহ পাইবার আশা নষ্ট করিয়াছে; এবং তাহার প্রভুত্ব, মঙ্গলময়তা ও পাপ পুণ্যের ফল দান সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে উদাসীনতা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা মনে করে, পৃথিবী যেহেতু খোদার রাজ্য নহে, পৃথিবীতে তিনি কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না।

কোরআনের প্রার্থনা মুসলমানদিগকে ইহার বিপরীত শিক্ষা দেয়। কোরআন বলে, রাজ্যহারা রাজার ন্যায় পৃথিবীতে খোদা অকর্ম্মণ্য নহেন। তাঁহার প্রভুত্ব, তাঁহার দান ও কৃপা, এবং তাঁহার শাসন ক্ষমতা পৃথিবীময় ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। তিনি ভক্তগণকে সাহায্য করেন এবং এবং তাঁহার ক্রোধে অপরাধিগণ ধ্বংস হয়। খোদার শাসন বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, পৃথিবীতে তাহার সব কিছুই তাঁহার আছে।

রাজার প্রথম কাজ প্রজা পালন। সুরা ফাতেহায় খোদাকে 'বিশ্বপাল' (রাব্বুল-আলামীন) বলা হইয়াছে। রাজার দ্বিতীয় কাজ রাজোচিত বদান্যতার সহিত প্রজাদিগকে জীবন যাত্রার উপকরণ সংস্থান করিয়া দেওয়া। সুরা ফাতেহায় 'আর-রহমান' শব্দে খোদাকে এই গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে। সাধ্যাতীত কাজে প্রজাদিগকে সহায়তা করা রাজার তৃতীয় কাজ। সুরা ফাতেহার 'আর-রহীম' শব্দে খোদার এই গুণ উল্লেখ করা হইয়াছে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার চতুর্থ কাজ। সুরা ফাতেহার 'মাআলিকে ইয়াওমিদ্দীন' শব্দে খোদাকে এই গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে।

ফল কথা, পৃথিবীও যে খোদার রাজ্য, এই কথার সপক্ষে সুরা ফাতেহায় খোদাকে রাজোচিত যাবতীয় গুণের অধিকারী বলা হইয়াছে—তিনি বিশ্বপাল; তিনি 'অযাচিত কৃপা বিতরণকারী; তিনি কর্ম্মের সুফলদাতা; তিনি পাপীকে শাস্তি ও পুণ্যবানকে পুরস্কার দেন।

শাসন বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, পৃথিবীতে খোদার তাহা পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর একটি পরমাণুও তাঁহার শাসনের বাহিরে নহে। তিনিই কর্ম্মফল দান করেন। পার্থিব সুখসম্পাদ সমস্তটাই তাঁহার মুঠার মধ্যে রহিয়াছে।

ইঞ্জিল বলে, খোদার রাজ্য এখও পৃথিবীতে আইসে নাই; তোমরা প্রার্থনা কর, তাঁহার রাজ্য পৃথিবীতে আইসুক। অন্য কথায়, খৃষ্টানদের খোদা এখনও পৃথিবীর মালিক নহেন। পৃথিবীর অধিবাসী এইরূপ খোদার নিকটে কিসের প্রত্যাশা করিতে পারে?

মন দিয়া শুন এবং উপলব্ধি কর, পরম জ্ঞানের কথা বলিতেছি। আকাশের অণুপরমাণুর ন্যায় পৃথিবীরও প্রত্যেক অণুপরমাণু খোদার শাসনাধীন। খোদার বিরাট প্রতাপ আকাশের ন্যায় পৃথিবীতেও বিরাজমান রহিয়াছে। আকাশে আরোহণ করিয়া খোদার আকাশের প্রতাপ কেহই দেখিয়া আসে নাই। ইহা একটা অনুমাণসিদ্ধ বিশ্বাস মাত্র। খোদার পার্থিব প্রতাপ আমারা প্রত্যেকেই স্পষ্ট অনুভব করিতেছি*।

অগাধ ধনের অধিকারীকেও স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরণ বরণ করিতে হয়। মৃত্যুকে মুহূর্ত্তের জন্যও কেহই স্থগিত রাখিতে পারে না। ঘৃনিত অসাধ্য ব্যাধি কোন চিকিৎসকই নিরাময় করিতে পারে না। ভাবিয়া দেখ কত প্রবল খোদার আদেশ! কেহই তাঁহার আদেশের প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। খোদার রাজ্য এখনও আইসে নাই, ভবিষ্যতে আসিবে, এ কথা বলা যাইতে পারে কিরূপে?

*কোরআনের উক্তি— "ফাহামালাহাল-ইনসান—মানুষ সেই বোঝা বহন করিল" (সুরা আহজাব, আঃ ৭২) হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে মানুষই খোদার অনুগত। প্রেমের অতিশয্যে মানুষ তাহার আনুগত্যকে উন্মাদনার স্তরে পৌছাইয়া দেয়। সহস্র প্রকারের বিপদ বরণ করিয়া মানুষ পৃথিবীতে খোদার কর্তৃত্ব সপ্রমাণ করে। হৃদয়ের দরদ মিশন এইরূপ আনুগত্য দেখান ফেরেস্তার পক্ষে অসম্ভব।

খোদা এযুগে তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহকে পাঠাইয়াছেন এবং প্লেগ তাঁহার নিদর্শনরূপে দেশময় ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি দূরীভূত না করিলে কে ইহা দূরীভূত করিতে পারে? অতএব পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আসে নাই বলিতে পার কিরূপে? দুর্বৃত্তগণ তাঁহার পার্থিব রাজ্যর কয়েদী। তাহারা মরিতে প্রস্তুত নহে, কিন্তু খোদার আধিপত্য আছে বলিয়াই তাহারা যমরাজের কবলে পড়ে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য পৃথিবীতে আইসে নাই?

খোদার ইচ্ছায় কোটি কোটি লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে; তাঁহার আদেশে প্রতি মুহূর্ত্তে কোটি কোটি লোক পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছে; বহু ধনী দরিদ্র হইতেছে এবং বহু দরিদ্র ধনী হইতেছে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই।

আকাশ ফেরেস্তার বাসস্থান। পৃথিবী মানুষ ও ফেরেস্তা উভয়ের বাসস্থান। ফেরেস্তাগণ খোদার শাসন পরিচালক কর্মচারী। মানুষের কার্য্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা তাহাদের কাজ। সর্বদাই তাহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন এবং খোদাতালার হুজুরে নিজ নিজ কার্য্যবিবরণী পেশ করিতেছে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য পৃথিবীতে আইসে নাই?

ইঞ্জিল বলে, খোদার রাজ্য আকাশে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ তাঁহার পার্থির রাজ্য হইতেই আমরা তাঁহার সমধিক পরিচয় পাই। আকাশের রহস্য মানুষের অপরিজ্ঞাত। বর্ত্তমান যুগের খৃষ্টান দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষীভূত সত্য। পৃথিবীতে আমরা বিচরণ করিতেছি, অসংখ্য প্রাকৃতিক আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, সৃষ্টি ও বিনাশ দেখিতে পাইতেছি। ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমাণ করিতে পারি যে কোন একজন প্রভুর আদেশ এই সমুদায় ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং কিরূপে বলা যাইতে পারে যে খোদার রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই?

ইঞ্জিলের এই শিক্ষা বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী। ইঞ্জিল বলে, খোদারি রাজ্য এখনও পৃথিবীতে আইসে নাই। পক্ষান্তরে গবেষণার পর খৃষ্টান পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আকাশের অস্তিত্বই নাই। ফল এই দাঁড়াইল যে খৃষ্টানগণ আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে; ইঞ্জিল পৃথিবীতে খোদার রাজ্য আসা অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং খোদার হাতে না রহিল আকাশের রাজত্ব, না রহিল পৃথিবীর!

বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদিয়ার ঢাকাস্থ লাইব্রেরীতে আহমদিয়া সিলসিলার প্রায় সকল বই-পুস্তক বিক্রির জন্য সর্ব্বদা মৌজুদ থাকে। নিম্নে কতিপয় পুস্তকের নাম ও মূল্যের তালিকা দেওয়া গেল :—

(ক) বাংলা পুস্তক।

পুস্তকের নাম।	মূল্য
১। "খাতামান নাবীইন" (কন্‌সেসান্)	১৸৹
২। জরুরাতুল ইমাম	৷৷৹
৩। আকায়েদ বা ধর্ম্মবিশ্বাস	৵৹
৪। আল অসিয়ত (অর্দ্ধ মূল্য)	৵৹
৫। একটি ভুল সংশোধন	৵৹
৬। শান্তির বার্ত্তা	৷৹
৭। ফতেহ্, ইসলাম	৷৵৹
৮। কিশতিয়ে নূহ	যন্ত্রস্থ

(খ) উর্দ্দু পুস্তক।

১। হকিকাতুল ওহি	৬৲
২। আরবাঈন	১৲
৩। কিসতিয়ে নূহ	৷৷৹
৪। দাওয়াতুল আমির	২৷৷৹
৫। আইয়ামুচ্ছোলেহ	১৸৹
৬। বরাহিনে আহমদিয়া ৫ম খণ্ড	২৸৹
৭। ইসলামে এরতেদাদ কি সাজা	২৵৹
৮। চশমায়ে মারফত	৪৲
৯। দশ সওয়াল কা জওয়াব	২৲
১০। নবীউকা সরদার	২৷৹
১১। ইবরাতনাক আনজাম	১৷৹
১২। কায়দা ইয়াচ্ছারনাল-কোরান	৷৷৵৹
১৩। শানে খাতামুন নবীঈন	১৷৷৹
১৪। হায়াতুল আখেরাত	১৷৷৹
১৫। মাসলায়ে কাশমীর	২৸৵৹

(গ) ইংরাজী পুস্তক।

1. What is Ahmadiyyat	-8-0
2. Promised Devine Messager for all mankind.	1-0-0
3. The New World Order.	1-0-0
8. Islam vrs. Communism.	-6-0
5. Teachings of Islam (American).	4-8-0
6. The Teachings of Islam.	1-8-0
7. A Heavenly Call to all Nations of the Globe.	0-6-0
8. Message of Ahmadiyyat.	-6-0
9. All about Jesus Christ.	-6-0
10. The Muslim Prayer.	-10-0
11. The Life of Ahmad.	12-0-0

আখবার আহমদীয়া

শুভ-বিবাহ—বিগত ২৯শে জুন ময়মনসিংহ জিনারচর পারাতলা নিবাসী মৌঃ আঃ আজিজ সাহেবের ২য় পুত্র মৌঃ আলাউদ্দিন মিয়ার সহিত ষীর পাইকশাহ নিবাসী মৌঃ হাসিম উদ্দিন আহমদ সাহেবের ৪র্থ মেয়ে রেজিয়া বেগমের ১০০০৲ দেনমোহরের এওযে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। অত্র আঞ্জুমনের প্রেসিডেণ্ট মোলবী আজিম উদ্দিন বি, এ, সাহেব বিবাহ পড়াইয়া দিয়াছেন। বিবাহ মোবারক হউক।

* * *

শুভ-বিবাহ—বিগত ২রা জুলাই, ১৯৫৫ ইং দিবাগত রাত্রে প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মরহুম মৌলানা ছৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী ছৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মৎ ছৈয়দা ছাকিনা আকতার সাহেবার শুভবিবাহ কুষ্টিয়া জেলার উথলি নিবাসী মরহুম মফিজুদ্দিন খাঁ সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব মুতিউর রহমান খাঁ সাহেবের সহিত মং ২০০০৲ দুই হাজার টাকা মোহরানা ধার্য্যে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বিবাহ মজলিশে উপস্থিত ছিলেন মৌলবী মোহম্মদ সাহেব প্রভিন্সিয়েল আমীর পূর্ব্ব পাকিস্তান, মৌলবী মুমতাজ আহমদ সাহেব মোবাল্লেগ সদর আঞ্জুমনে আহমদীয়া, জনাব আমির হুছেন খাঁ সাহেব প্রেসিডেণ্ট উথলি আঞ্জুমনে আহমদীয়া, মৌলবী রফিকুল্লা সিকদার সাহেব, প্রেসিডেণ্ট নাটাই আঞ্জুমনে আহমদীয়া, মৌলবী আলী আকবর সাহেব ভাইস প্রেসিডেণ্ট ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়া, আবদুল হামিদ সাহেব উরফে আবু মিয়া কণ্ট্রাক্টর, মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনওয়ার সাহেব সাং তাতারকান্দি, হবিবুর রহমান খাদিম সাহেব সাং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মোহম্মদ ইদ্রিস মিয়া সাহেব ও মোহাম্মদ আজিজ খাঁ সাহেব সাং আহমদী পাড়া।

মৌলবী মোমতাজ আহমদ সাহেব বিবাহের খোৎবা পাঠ করেন ও এজাব কবুল ক্রিয়া শেষ করেন। পরিশেষে পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমির মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব দোয়ার সহিত শুভ-বিবাহের কার্য্য সমাপ্ত করেন। এই বিবাহকে আল্লাহতায়ালা মোবারক ও মঙ্গলময় করুন।

তাহরিকে জদিদের উকিলুদ্দেওয়ানের ৭-৬-৫৫ তারিখের পত্রের মর্ম্ম—

সদর আঞ্জুমন হইতে উকিলুদ্দিওয়ান তাহরিকে জদিদ তাঁহার ২৭-৬-৫৫ তারিখের পত্রে জানাইতেছেন যে হজরত মসিহ মওউদ (আঃ) আহমদি নওজোয়ানদিগকে দীনি এলেম শিক্ষা দিয়া পৃথিবীর সকল প্রান্তে ইছলাম প্রচারের জন্য উপযুক্ত মোবাল্লিগ তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা আহমদিয়া ও জামে আহমদিয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছিলেন। আহমদী ভাইদের কর্ত্তব্য হইল যে কোন কোরবানী করিয়াও হজরত মসিহ মওউদের (আঃ) মিসন পুরাপুরি কায়েম করা। কিন্তু আজকাল বন্ধুগণ খুব কম ছাত্রই উক্ত মাদ্রাসায় পাঠাইতেছেন। এরূপ অবহেলা চলিতে থাকিলে মাদ্রাসা বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

হজরত খলিফাতুল মসিহ ছানি (আইঃ) আজকালকার অবস্থা দর্শনে উক্ত মাদ্রাসায় ভর্ত্তির যোগ্যতা ম্যাট্রিক স্থির করিয়াছেন। যেহেতু ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র বহুত কম যায়, তজ্জন্য ১৯৪৮ সনে মজলিশে সুরায় স্থির হয় যে, যে সমস্ত আঞ্জুমন মাসিক ৫০০৲ টাকা চাঁদা দেন তাহারা প্রত্যেকে একজন করিয়া ছাত্র পাঠাইবেন। যদি ছাত্রের অভিবাবক খরচ দিতে অক্ষম হন তবে যে আঞ্জুমন হইতে ঐ ছাত্র পাঠান হইবে, ঐ আঞ্জুমন ছাত্রের পড়ার খরচ বাবদ মং ২৫৲ পচিশ টাকা মাসিক খরচ দিবে। যদি একান্তই জমাত বহন করিতে অক্ষম হয় তবে সদর আঞ্জুমনই উহার খরচ বহন করিবে।

সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তানের আঞ্জুমন সমূহকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তি পাওয়া মাত্র ম্যাট্রিক পাশ ছেলেদিগকে রবওয়া মাদ্রাসা আহমদিয়াতে তালিম নিবার জন্য মনোনয়ন দান করিয়া ই, পি, এ, এ,-তে খবর দিবেন।

খাকছার—মোঃ বদিউজ্জমান ভূঞা
জেঃ সেঃ ই, পি, ই, এ, এ

আহমদী পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা

এতদ্বারা আহমদী পত্রিকার গ্রাহক এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাতের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীদিগকে জানান যাইতেছে যে, যাহারা এ যাবৎ ৪৲ টাকা বার্ষিক চাঁদা পাঠান নাই বা এ সম্বন্ধে কোন পত্রও দেন নাই, তাহাদিগের নিকট এ মাসের পত্রিকাও পাঠান গেল। কিন্তু আগামী সংখ্যা ভি, পি, যোগে পাঠান হইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভি, পি, ছাড়াইয়া কাগজ রাখিবেন।

—জেনারেল সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ

সুসংবাদ! সুসংবাদ!!

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ)এর উর্দ্দু কেতাব, কিশতিহ্ নূহের বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণ উৎকৃষ্টতম ছাপায় শীঘ্রই বাহির হইতেছে। অনুবাদক—মৌঃ মহম্মদ আবদুল হাফীজ। কে কত কপি নিবেন শীঘ্রই অর্ডার দিন। খাকছার—জেনারেল সেক্রেটারী, ই, পি, এ, এ,

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).